BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (6TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : MAGAZI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَغَازِىْ

অধ্যায় ঃ মাগাযী

٢١٦٣. بَابُ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ اَوِ الْعُسَيْرَةِ قَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ اَوَّلُ مَاغَزَا النَّبِىُّ ﷺ الْاَبْوَاءَ ثُمَّ بُوَاطَ ثُمَّ الْعُشَيْرَةَ

২১৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ 'উশায়রা বা 'উসায়রার যুদ্ধ। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, নবী ﷺ প্রথমতঃ আবওয়ার যুদ্ধ করেন, তারপর তিনি বুওয়াত তারপর 'উশায়রার যুদ্ধ করেন

٣٦٦٤ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ كُنْتُ اِلٰى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ فَقِيْلَ لَهٗ كَمْ غَزَا النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ ؟ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قِيْلَ كَمْ غَزَوْتَ اَنْتَ مَعَهٗ ؟ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَاَيُّهُمْ كَانَتْ اَوَّلَ ؟ قَالَ الْعُشَيْرُ اَوِ الْعُسَيْرَةُ فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْعُشَيْرَةُ –

৩৬৬৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইব্ন আরকামের পাশে ছিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী ﷺ কয়টি যুদ্ধ করেছেন ? তিনি বললেন, উনিশটি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল আপনি তাঁর সাথে কতটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন ? তিনি বললেন, সতেরটিতে। (আবূ ইসহাক বলেন) আমি বললাম, এসব যুদ্ধের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল কোনটি? তিনি বললেন, 'উশায়রা বা 'উসায়রা। (বর্ণনাকারী বলেন) বিষয়টি আমি কাতাদা (র)-এর কাছে আলোচনা করলে তিনিও বললেন, 'উশায়রা (এর যুদ্ধই সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল)।

banglainternet.com

٢١٦٤. بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ

২১৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী ﷺ -এর ভবিষ্যৎ বাণী

٣٦٦٥ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمَ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيْقًا لِاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَكَانَ اُمَيَّةُ اِذَا مَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلٰى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدٌ اِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلٰى اُمَيَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلٰى اُمَيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِاُمَيَّةَ انْظُرْلِيْ سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّيْ اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيْبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا اَبُوْ جَهْلٍ ، فَقَالَ يَا اَبَا صَفْوَانَ مَنْ هٰذَا مَعَكَ فَقَالَ هٰذَا سَعْدٌ ، فَقَالَ لَهُ اَبُوْ جَهْلٍ اَلاَ اَرَاكَ تَطُوْفُ بِمَكَّةَ اٰمِنًا وَقَدْ اٰوَيْتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ تَنْصُرُوْنَهُمْ وَتُعِيْنُوْنَهُمْ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنَّكَ مَعَ اَبِيْ صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ اِلٰى اَهْلِكَ سَالِمًا ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِيْ هٰذَا لَاَمْنَعَنَّكَ مَاهُوَ اَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيْقَكَ عَلَى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالَ لَهُ اُمَيَّةُ لاَتَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلٰى اَبِى الْحَكَمِ سَيِّدِ اَهْلِ الْوَادِيْ فَقَالَ سَعْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَااُمَيَّةُ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُمْ قَاتِلُوْكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لاَ اَدْرِيْ فَفَزِعَ لِذٰلِكَ اُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيْدًا ، فَلَمَّا رَجَعَ اُمَيَّةُ اِلٰى اَهْلِهِ قَالَ يَا اُمَّ صَفْوَانَ اَلَمْ تَرَى مَاقَالَ لِيْ سَعْدٌ قَالَتْ

banglainternet.com

وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ ، فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ قَالَ لاَ اَدْرِيْ فَقَالَ اُمَيَّةُ وَاللّٰهِ لاَ اَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ اِسْتَنْفَرَ اَبُوْ جَهْلٍ النَّاسَ قَالَ اَدْرِكُوْا عِيْرَكُمْ فَكَرِهَ اُمَيَّةُ اَنْ يَخْرُجَ فَاَتَاهُ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ يَا اَبَا صَفْوَانَ اِنَّكَ مَتٰى يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَاَنْتَ سَيِّدُ اَهْلِ الْوَادِيْ تَخَلَّفُوْا مَعَكَ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ اَبُوْ جَهْلٍ حَتّٰى قَالَ اَمَّا اِذْ غَلَبْتَنِيْ فَوَ اللّٰهِ لَاَشْتَرِيَنَّ اَجْوَدَ بَعِيْرٍ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ قَالَ اُمَيَّةُ يَا اُمَّ صَفْوَانَ جَهِّزِيْنِيْ فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيْتَ مَاقَالَ لَكَ اَخُوْكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ لاَ مَا اُرِيْدُ اَنْ اَجُوْزَ مَعَهُمْ اِلاَّ قَرِيْبًا فَلَمَّا خَرَجَ اُمَيَّةُ اَخَذَ لاَيَنْزِلُ مَنْزِلاً اِلاَّ عَقَلَ بَعِيْرَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِذٰلِكَ حَتّٰى قَتَلَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِبَدْرٍ –

৩৬৬৫ আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান (র) ..... সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তাঁর ও উমাইয়া ইব্‌ন খালফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনায় আসলে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের অতিথি হত এবং সা'দ (রা) মক্কায় গেলে উমাইয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর একদা সা'দ (রা) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা গেলেন এবং উমাইয়ার বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমাকে এমন একটি নিরিবিলি সময়ের কথা বল যখন আমি (শান্তভাবে) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারব। তাই দ্বি- প্রহরের সময় একদিন উমাইয়া তাঁকে সাথে নিয়ে বের হল, তখন তাদের সাথে আবূ জেহেলের দেখা হল। তখন সে (আবূ জেহেল উমাইয়াকে লক্ষ্য করে) বলল, হে আবূ সাফ্‌ওয়ান ! তোমার সাথে ইনি কে ? সে বলল, ইনি সা'দ (ইব্‌ন মু'আয)। তখন আবূ জেহেল তাকে (সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে) লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে মক্কায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করতে দেখেছি অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দান করেছ এবং তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলছ। আল্লাহ্‌র কসম, (এ মুহূর্তে) তুমি আবূ সাফওয়ানের (উমাইয়া) সঙ্গে না থাকলে তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ (রা) এর চেয়েও অধিক উচ্চস্বরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি এতে যদি আমাকে বাঁধা দাও তাহলে আমিও এমন একটি ব্যাপারে তোমাকে বাঁধা দেব যা তোমার জন্য এর চেয়েও ভীষণ কঠিন হবে। আর তা হল, মদীনার উপকণ্ঠ দিয়ে তোমার (ব্যবসা বাণিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র সিরিয়ার) যাতায়াতের রাস্তা (বন্ধ করে দেব)। তখন উমাইয়া তাকে বলল,

banglainternet.com

হে সা'দ এ উপত্যকার প্রধান সর্দার আবুল হাকামের (আবূ জেহেল) সাথে এরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না। তখন সা'দ (রা) বললেন, হে উমাইয়া! তুমি চুপ কর। আল্লাহ্‌র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তারা তোমার হত্যাকারী। উমাইয়া জিজ্ঞাসা করল, মক্কার বুকে ? সা'দ (রা) বললেন, তা জানিনা। উমাইয়া এতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এরপর উমাইয়া বাড়ী গিয়ে তার (স্ত্রীকে ডেকে) বলল, হে উম্মে সাফওয়ান সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলছে জান ? সে বলল, সা'দ তোমাকে কি বলেছে ? উমাইয়া বলল, সে বলেছে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা আমার হত্যাকারী। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি মক্কায় ? সে (সা'দ) বলল, তা আমি জানিনা। এরপর উমাইয়া বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন সমাগত হলে আবূ জেহেল সর্বস্তরের জনসাধারণকে সদলবলে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের কাফেলা রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। উমাইয়া (মক্কা ছেড়ে) বের হওয়াকে অপছন্দ করলে আবূ জেহেল এসে তাকে বলল, হে আবূ সাফওয়ান। তুমি এ উপত্যকার অধিবাসীদের (একজন) নেতা, তাই লোকেরা যখন দেখবে (তুমি যুদ্ধ যাত্রায়) পেছনে রয়ে গেছ তখন তারাও তোমার সাথে এ বলে পেছনেই থেকে যাবে। এ বলে আবূ জেহেল তার সাথে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে বাধ্য করে ফেলছ তাই খোদার কসম অবশ্যই আমি এমন একটি উষ্ট্র ক্রয় করব যা মক্কার মধ্যে সবচাইতে ভাল। এরপর উমাইয়া (তার স্ত্রীকে) বলল, হে উম্মে সাফওয়ান; আমার সফরের ব্যবস্থা কর। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, হে আবূ সাফওয়ান! তোমার মদীনাবাসী ভাই যা বলেছিলেন তা তুমি ভুলে গিয়েছ কি ? সে বলল, না। আমি তাদের সাথে কিছু দূর যেতে চাই মাত্র। রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মনযিলেই উমাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে সেখানেই সে তার উট বেঁধে রেখেছে, গোটা পথেই এরূপ সে করল পরিশেষে বদর প্রান্তরে আল্লাহর হুকুমে সে মারা গেল।

٢١٦٥. بَابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ، إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ، بَلٰى إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ، وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ ، وَقَالَ

banglainternet.com

وَحَشِيٌّ قَتَلَ حَمْزَةَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ اَلْاٰيَةَ -

২১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধের ঘটনা। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্মরণ করুন, যখন আপনি মু'মিনদেরকে বলতেছিলেন, এ-কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন হাজার ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন? হাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তারা (কাফির বাহিনী) দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এ তো কেবল তোমাদের জন্য সু-সংবাদ ও তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির হেতু আল্লাহ্ করেছেন এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতেই হয়, কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। (৩ ঃ ১২৩-১২৭) আলে ইমরান) ওয়াহশী (র) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হাম্‌যা (রা) তু'আয়মা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ্‌র বাণীঃ স্মরণ করুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। (৮ ঃ আনফাল ৭)

٣٦٦٦ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا اِلاَّ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ اَنِّيْ تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ

৩৬৬৬ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে তাবূকের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সব যুদ্ধে আমি শরীক ছিলাম। তবে বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হইনি। কিন্তু বদর

banglainternet.com

যুদ্ধে যারা যোগদান করেননি তাদেরকে কোন প্রকার দোষারূপ করা হয়নি। কারণ প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত সময় ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুসলমানদের) সাথে তাদের শত্রুদের মুখামুখী করিয়ে দেন।

٢١٦٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ، وَمَاجَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ، اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ، اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ، فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ، بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

২১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণীঃ স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশ্তা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ্ তা করেন, কেবল সু-সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে, যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্র নিকট থেকেই আসে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। স্মরণ কর; যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, এবং তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য এবং তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ, যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর ; তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্

banglainternet.com

ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। (৮ ঃ আনফাল ঃ ৯-১৩)

٣٦٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ مَشْهَدًا لَاَنْ اَكُوْنَ صَاحِبَهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَدْعُوْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالَ لَا نَقُوْلُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ، وَلٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ يَعْنِيْ قَوْلَهُ –

৩৬৬৭ আবূ নু'আঈম (র) ..... ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদকে এমন একটি ভূমিকায় পেয়েছি যে, সে ভূমিকায় যদি আমি হতাম, তবে যা দুনিয়ার সব কিছুর তুলনায় আমার নিকট প্রিয় হত। তিনি নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন, তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে দু'আ করছিলেন। এতে তিনি (মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ) বললেন, মূসা (আ) এর কাওম যেমন বলেছিল যে, "তুমি (মূসা) আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর"। (৫ মায়েদা ২৪) আমরা তেমন বলব না, বরং আমরা তো আপনার ডানে, বামে সম্মুখে, পেছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করব। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী ﷺ -এর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং (একথা) তাঁকে খুব আনন্দিত করল।

٣٦٦٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ : اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ ، فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ –

banglainternet.com

৩৬৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাওশাব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন নবী ﷺ বলছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করার

জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান (কাফিররা আমাদের উপর জয়লাভ করুক) আপনার ইবাদত করার লোক আর থাকবে না। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রা) তাঁর হাত চেপে বললেন, আপনার জন্য এ যথেষ্ট। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) এ আয়াত পড়তে পড়তে বের হলেন! "শত্রুদল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।" (৫৪ ক্বামার ৪৫)

٢١٦٧. بَابٌ

২১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٦٦٩ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ اَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ اِلٰى بَدْرٍ –

৩৬৬৯ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিনদের মধ্যে (যারা অক্ষম নন) অথচ ঘরে বসে থাকেন তারা সমান নন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যারা বদরের যুদ্ধ থেকে বিরত রয়েছেন তারা সমান নন।

٢١٦٨. بَابُ عِدَّةِ اَصْحَابِ بَدْرٍ

২১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা

٣٦٧٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلٰى سِتِّيْنَ وَالْاَنْصَارُ نَيِّفٌ وَاَرْبَعُوْنَ وَمِائَتَانِ –

banglainternet.com

৩৬৭০ মুসলিম (র) ও মাহমূদ ..... বারা'(রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন আমাকে ও ইব্ন উমরকে ছোট মনে করা হয়েছিল, এ যুদ্ধে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ষাটের বেশী এবং আনসারদের সংখ্যা ছিল দুইশ' চল্লিশেরও কিছু বেশী।

٣٦٧١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا اَنَّهُمْ كَانُوْا عِدَّةَ اَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَازُوْا مَعَهُ النَّهَرَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلْثُمِائَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ لاَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ -

৩৬৭১ আমর ইব্ন খালিদ (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর যে সব সাহাবী বদরে অংশ গ্রহণ করেছেন তারা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সংখ্যা তালুতের যে সব সঙ্গী (জিহাদে শরীক হওয়ার নিমিত্তে তাঁর সাথে) নদী পার হয়েছিলেন তাদের সমান ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' দশেরও কিছু বেশী। বারা' (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেনি।

٣٦٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ نَتَحَدَّثُ اَنَّ عِدَّةَ اَصْحَابِ بَدْرٍ عَلٰى عِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ اِلاَّ مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلْثُمِائَةٍ -

৩৬৭২ আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবাগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালুতের সঙ্গে নদী অতিক্রমকারী লোকদের সমানই ছিল এবং তিনশ' দশ জনের অধিক ঈমানদার ব্যক্তিই কেবল তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

٣٦٧٣ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ

banglainternet.com

أَصْحَابَ بَدْرٍ ثَلْثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ بِعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَاوَزَوْا مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ -

৩৬৭৩ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালূতের সাথে নদী অতিক্রমকারী লোকদের অনুরূপ তিনশ' দশ জনেরও কিছু বেশী ছিল। আর মু'মিনগণই কেবল তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

٢١٦٩. بَابُ دُعَاءُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِيْدِ وَأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَهَلاَكِهِمْ

২১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরাইশ কাফির তথা– শায়বা, উতবা, ওয়ালীদ এবং আবূ জেহেল ইব্ন হিশামের বিরুদ্ধে নবী ﷺ -এর দু'আ এবং এদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া

٣٦٧٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ فَدَعَا عَلٰى نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ عَلٰى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَأَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعٰى قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا -

৩৬৭৪ আমর ইব্ন খালিদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কা'বার দিকে মুখ করে কুরাইশ গোত্রীয় কতিপয় লোক তথা-- শায়বা ইব্ন রাবী'আ, উতবা ইব্ন রাবী'আ, ওয়ালীদ ইব্ন উতবা এবং আবূ জাহল ইব্ন হিশামের বিরুদ্ধে দু'আ করেন। (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন) আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই আমি এ সমস্ত লোকদেরকে (বদরের রণাঙ্গনে) নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। রৌদ্রের প্রচণ্ডতা তাদের দেহগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছিল। বস্তুতঃ সে দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম।

banglainternet.com

٢١٧٠. بَابُ قَتْلِ اَبِىْ جَهْلٍ

২১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ জেহেল নিহত হওয়ার ঘটনা

٣٦٧٥ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتٰى اَبَاجَهْلٍ وَبِهٖ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ هَلْ اَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ -

৩৬৭৫ ইব্ন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আবূ জেহেল যখন মৃত্যুর মুখোমুখি তখন তিনি (আবদুল্লাহ) তার কাছে গেলেন। তখন আবূ জেহেল বলল, (আজ) তোমরা তোমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ এতে আমি কি আশ্চর্যবোধ করব।

٣٦٧٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ اَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ قَالَ اَنْتَ اَبُوْ جَهْلٍ قَالَ فَاَخَذَ بِلِحْيَتِهٖ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ اَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَنْتَ اَبُوْ جَهْلٍ -

৩৬৭৬ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) ও আমর ইব্ন খালিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (বদরের দিন) নবী ﷺ বললেন, আবূ জাহলের কি অবস্থা কেউ তা দেখে আসতে পার কি ? তখন ইব্ন মাসউদ (রা) তার খোঁজে বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, 'আফ্রার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে প্রহার করেছে যে, মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। রাবী বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তার দাঁড়ি ধরে বললেন, তুমিই কি আবূ জেহেল ? আবূ জেহেল বলল ঃ যাকে (অর্থাৎ আবূ জেহেল) তোমরা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল তার চেয়ে বেশী আর কি ? আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) বলেন, তুমিই কি আবূ জেহেল।

banglainternet.com

٣٦٧٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَّنْظُرُ مَافَعَلَ اَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهٖ فَقَالَ اَنْتَ اَبُوْ جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ اَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوْهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَحْوَهُ –

৩৬৭৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (বদরের দিন) নবী করীম ﷺ বললেন, আবূ জেহেল কি করল, কে তা খোঁজ নিয়ে আসতে পারে ? (একথা শুনে) ইব্ন মাসউদ (রা) চলে গেলেন এবং তিনি দেখতে পেলেন, আফরার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে প্রহার করেছে যে, সে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তিনি তার দাঁড়ি ধরে বললেন, তুমি কি আবূ জেহেল ? উত্তরে সে বলল, এক ব্যক্তিকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) যাকে তোমরা হত্যা করলে! এর চাইতে বেশী আর কি ? ইব্ন মুসান্না (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

٣٦٧٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ صَالِحِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ فِىْ بَدْرٍ يَعْنِىْ حَدِيْثَ ابْنَىْ عَفْرَاءَ –

৩৬৭৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্রাহীমের দাদা থেকে বদর তথা আফ্রার দুই ছেলের সম্পর্কে এক রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন।

٣٦٧٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّا اَوَّلُ مَنْ يَجْثُوْ بَيْنَ يَدَىِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيْهِمْ اُنْزِلَتْ : هٰذَانِ

banglainternet.com

خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ، قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ تَبَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِىٌّ وَعُبَيْدَةُ اَوْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ –

৩৬৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ রুকাশী (র) ..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন দয়াময়ের সামনে বিবাদের (মীমাংসার) জন্য হাঁটু গেড়ে বসব। কায়স ইব্ন উবাদ (রা) বলেন, এদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদের هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তাঁরা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" (২২ হাজ্জ- ১৯) আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, (মুসলিম পক্ষের) তারা হল হাম্যা, আলী ও উবায়দা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবূ উবায়দা ইবনুল হারিস (কাফির পক্ষের) শায়বা ইব্ন রাবীআ, উত্বা এবং ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা।

٣٦٨٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ:هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فِىْ سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلِىٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ ابْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ –

৩৬৮০ কাবীসা (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِم "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি কুরাইশ গোত্রীয় ছয়জন লোক (এদের তিনজন মুসলিম এবং তিনজন মুশরিক) সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। তারা হলেন, (মুসলিম পক্ষ) আলী, হামযা, উবায়দা ইবনুল হারিস (রা) ও (কাফির পক্ষে) শায়বা ইব্ন রাবী'আ, উত্বা ইব্ন রাবী'আ এবং ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা।

٣٦٨١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ كَانَ يَنْزِلُ فِىْ بَنِىْ ضُبَيْعَةَ ، وَهُوَ مَوْلٰى لِبَنِىْ سَدُوْسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِىْ رَبِّهِمْ-

banglainternet.com

৩৬৮১ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম সাওওয়াফ ..... কায়স ইব্ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

٣٦٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ عَنِ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ سَمِعْتُ اَبَاذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقْسِمُ لَنَزَلَ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتُ فِيْ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ نَحْوَهُ -

৩৬৮২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাফর (র) ..... কায়স ইব্ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আমি আবূ যার (রা)-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, উপরোক্ত আয়াতগুলো উল্লেখিত বদরের দিন ঐ ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

٣٦٨٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِي الَّذِيْنَ بَرَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَى رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ -

৩৬৮৩ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আবূ যার (রা)-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে" আয়াতটি বদরের দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হামযা, আলী, উবাইদা ইবনুল হারিস, রাবীআর দুই পুত্র উত্বা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইব্ন উত্বার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

٣٦٨٤ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ سَاَلَ رَجُلٌ نِ الْبَرَاءَ وَاَنَا اَسْمَعُ قَالَ اَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدْرًا؟ قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ حَقًّا۔

banglainternet.com

৩৬৮৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন সা'ঈদ আবূ 'আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি শুনলাম,এক ব্যক্তি বারা' (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'আলি (রা) কি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ? তিনি বললেন, আলী তো নিঃসন্দেহে মুকাবিলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং দুইটি লৌহ পোশাক পরিধান করেছিলেন।

٣٦٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَاتَبْتُ اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهِ فَقَالَ بِلَالٌ : لَانَجَوْتُ اِنْ نَجَا اُمَيَّةُ –

৩৬৮৫ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) ..... 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইব্‌ন খালফের সাথে একটি চুক্তি করেছিলাম। যখন বদর দিবস উপস্থিত হল, এরপর তিনি উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ ও তার পুত্রের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। সেদিন বিলাল (রা) বললেন, যদি উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ প্রাণে বেঁচে যায় তাহলে আমি সফল হব না।

٣٦٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهٗ غَيْرَ اَنَّ شَيْخًا اَخَذَ كَفًّا مِّنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهٗ اِلٰى جَبْهَتِهٖ ، فَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهٗ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا * اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مُعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ فِى الزُّبَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ اِحْدَاهُنَّ فِىْ عَاتِقِهٖ قَالَ اِنْ كُنْتُ لَاُدْخِلُ اَصَابِعِىْ فِيْهَا قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ ، قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِيْنَ قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَا عُرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيْهِ ؟ قُلْتُ فِيْهِ فَلَّةٌ فُلَّهَا

banglainternet.com

يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ صَدَقْتَ (بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةَ قَالَ هِشَامٌ فَاَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلاَثَةَ الاَفٍ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ أَخَذْتُهُ -

৩৬৮৬ আবদান ইব্ন 'উসমান (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াত করলেন এবং (সাথে সাথে সিজ্‌দা করলেন। এক বৃদ্ধ ব্যতীত নবীজীর নিকট যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই সিজ্‌দা করলেন। সে বৃদ্ধ এক মুষ্টি মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বলল, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কিছু দিন পর আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

ইব্‌রাহীম ইব্ন মূসা ..... হিশামের পিতা ('উরওয়া) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (তার পিতা) যুবায়রের শরীরে তিনটি মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। এর একটি ছিল তার কাঁধে। 'উরওয়া বলেন, আমি আমার আঙ্গুলগুলো ঐ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতাম, বর্ণনাকারী 'উরওয়া বলেন, ঐ আঘাত তিনটির দু'টি ছিল বদর যুদ্ধের এবং একটি ছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের। 'উরওয়া বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র শহীদ হলেন তখন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আমাকে বললেন, হে 'উরওয়া, যুবায়রের তরবারি খানা তুমি কি চিন ? আমি বললাম হাঁ চিনি। 'আবদুল মালিক বললেন, এর কি কোন চিহ্ন (তোমার জানা) আছে ? আমি বললাম, এর ধার পাশে এক জায়গায় ভাঙ্গা আছে যা বদর যুদ্ধের দিন ভেঙ্গে ছিল তখন তিনি বললেন, হাঁ তুমি সত্যি বলেছ, (তারপর তিনি একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করলেন) بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ সে তরবারীর ভাঙ্গন ছিল শত্রু সেনাদের আঘাত করার কারণে। এরপর আবদুল মালিক তরবারী খানা 'উরওয়ার নিকট ফিরিয়ে দিলেন, হিশাম বলেন, আমরা নিজেরা এর মূল্য নির্ধারণ করেছিলাম তিন হাজার দিরহাম। এরপর আমাদের এক ব্যক্তি তা (উত্তরাধিকার সূত্রে) নিয়ে নিল। আমার মনে বাসনা জাগল যে যদি আমি তরবারীটি নিয়ে নিতাম।

٣٦٨٧ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ -

৩৬৮৭ ফারওয়া (র) ..... হিশামের পিতা (উরওয়া) (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবায়র (রা)-এর তরবারী রূপার কারুকার্য খচিত ছিল। হিশাম (র) বলেন, উরওয়া (র)-এর তরবারীটিও রূপার কারুকার্য খচিত ছিল।

banglainternet.com

٣٦٨٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ

الْيَرْمُوْكِ اَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَقَالَ اِنِّيْ اِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ فَقَالُوْا لاَ نَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتّٰى شَقَّ صُفُوْفَهُمْ فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ اَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً فَاَخَذُوْا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلٰى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضَرْبُهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ كُنْتُ اُدْخِلُ اَصَابِعِيْ فِيْ تِلْكَ الضَّرَبَاتِ اَلْعَبُ وَاَنَا صَغِيْرٌ * قَالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ فَحَمَلَهُ عَلٰى فَرَسٍ وَكَّلَ بِهِ رَجُلاً -

৩৬৮৮ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ারমুকের (যুদ্ধের) দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবাগণ যুবায়র (রা) কে বলেন যে, (মুশরিকদের প্রতি) আপনি কি আক্রমণ করবেন না তাহলে আমরাও আপনার সঙ্গে আক্রমণ করব। তখন তিনি বলেন, আমি যদি (তাদের প্রতি) আক্রমণ করি তখন তোমরা পিছে সরে পড়বে। তখন তারা বললেন, আমরা তা করব না। এরপর তিনি (যুবায়ের (রা) তাদের উপর আক্রমণ করলেন। এমনকি শত্রুদের কাতার ভেদ করে সামনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু (এ সময়) তার সঙ্গে আর কেউই ছিলনা। মুখোমুখি হয়ে ফিরে আসার জন্য উদ্যত হলে শত্রুগণ তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং তার কাঁধের উপর দু'টি আঘাত করে, যে আঘাত দু'টির মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে বদর যুদ্ধের আঘাতের চিহ্নটি। 'উরওয়া (র) বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐ ক্ষত চিহ্ন গুলোতে আমার সবগুলো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে আমি খেলা করতাম। 'উরওয়া (রা) আরো বলেন, ঐদিন তার (যুবায়রের) সঙ্গে (তার পুত্র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ও শরীক ছিলেন, তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। যুবায়র (রা), তাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন।

٣٦٨٩ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِاَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلاً مِّنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوْا فِيْ طَوِيٍّ مِنْ اَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ اَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشٰى وَاتَّبَعَهُ اَصْحَابُهُ ، وَقَالُوْا

banglainternet.com

مَانَرٰى يَنْطَلِقُ اِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهٖ حَتّٰى قَامَ عَلٰى شَفَةِ الرَّكِيِّ ، فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِهِمْ، يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَيَا فُلَانُ ، بْنُ فُلَانٍ اَيَسُرُّكُمْ اَنَّكُمْ اَطَعْتُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ اَجْسَادٍ لاَ اَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَاانْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ* قَالَ قَتَادَةُ : اَحْيَاهُمُ اللّٰهُ حَتّٰى اَسْمَعَ هُمْ قَوْلَهٗ ، تَوْبِيْخًا وَتَصْغِيْرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا-

৩৬৮৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-এর নির্দেশে চব্বিশজন কুরাইশ সর্দারের লাশ বদর প্রান্তরের একটি কদর্য আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সে স্থানের উপকণ্ঠে তিন দিন অবস্থান করতেন। সে মতে বদর প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিন তিনি তাঁর সাওয়ারী প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারীর জিন কষে বাঁধা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে (কিছু দূর) এগিয়ে গেলন। সাহাবগণও তাঁর পেছনে পেছনে চলছেন। তাঁরা বলেন, আমরা মনে করছিলাম, কোন প্রয়োজনে (হয়ত) তিনি কোথাও যাচ্ছেন। অবশেষে তিনি ঐ কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক ! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশীর বস্তু ছিল ? আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি ? বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শুনে) 'উমর (রা) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি আত্মাহীন দেহগুলোকে সম্বোধন করে কি কথা বলছেন ? নবী ﷺ বললেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তাদের তুলনায় তোমরা অধিক শ্রবণ করছ না। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাঁর (রাসূল ﷺ-এর কথা শুনাতে) তাদের ধমকি, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস এবং লজ্জা দেওয়ার জন্য (সাময়িকভাবে) দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

banglainternet.com

٣٦٩٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْانِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا قَالَ هُمْ

وَاللّٰهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالَ عَمْرٌو هُمْ قُرَيْشٌ وَمُحَمَّدٌ ﷺ نِعْمَةُ اللّٰهِ وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ –

৩৬৯০ হুমায়দী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا (যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) ১৪ ইবরাহীম ২৮ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, এরা হল কাফির কুরাইশ সম্প্রদায়। 'আমর (র) বলেন, এরা হচ্ছে কুরাইশ সম্প্রদায় এবং মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র নিয়ামত। এবং وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (নিজেদের সম্প্রদায়কে তারা নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে) ১৪ ইবরাহীম ২৮ আয়াতাংশের মাঝে বর্ণিত اَلْبَوَارِ এর অর্থ হচ্ছে النار দোযখ। (অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন তারা তাদের কাওমকে দোযখে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।)

٣٦٩١ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهٖ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ ، فَقَالَتْ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيْئَتِهٖ وَذَنْبِهٖ وَاِنَّ اَهْلَهٗ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الْاٰنَ قَالَتْ وَذٰلِكَ مِثْلُ قَوْلِهٖ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ وَفِيْهِ قَتْلٰى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ اِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ مَا اَقُوْلُ وَاِنَّمَا قَالَ اِنَّهُمُ الْاٰنَ لَيَعْلَمُوْنَ اِنَّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ، يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّؤُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ –

৩৬৯১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হিশামের পিতা (উরওয়া) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনদের কান্নাকাটি করার কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ-এর কথাটি" আয়েশা (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, রাসূল ﷺ তো বলেছেন, মৃত ব্যক্তির অপরাধ ও গোনাহর কারণে তাকে (কবরে) শাস্তি দেয়া হয়। অথচ তখনও তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য ক্রন্দন করছে। তিনি (রা) বলেন, এ কথাটি ঐ কথাটিরই অনুরূপ যা

banglainternet.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে কূপে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে যা বলার বললেন (এবং জানালেন) যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন, এখন তারা খুব বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলছিলাম তা ছিল যথার্থ। এরপর 'আয়েশা (রা) إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَاأَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ (তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না) (৩০ রূমঃ ৫২) (এবং তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না তাদেরকে যারা কবরে রয়েছে) (৩৫ ফাতিরঃ ২২) আয়াতাংশ দু'টো তিলাওয়াত করলেন। উরওয়া (রা) বলেন, (এর অর্থ হল) জাহান্নামে যখন তাঁরা তাদের আসন গ্রহণ করে নেবে।

৩৬৯২ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَلِيْبِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : هَلْ وَجَدْتُّمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمُ الْاٰنَ يَسْمَعُوْنَ مَا أَقُوْلُ لَهُمْ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّهُمُ الْاٰنَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ الَّذِىْ كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى حَتّٰى قَرَأَتِ الْاٰيَةَ –

৩৬৯২ উসমান (র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরে অবস্থিত কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, (হে, মুশরিকগণ) তোমাদের রব তোমাদের নিকট যা ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা ঠিক মত পেয়েছ কি? পরে তিনি বললেন, এ মুহূর্তে তাদেরকে আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। এ বিষয়টি আয়েশা (রা) এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, নবী ﷺ যা বলেছেন তার অর্থ হল, তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলতাম তাই হক ছিল। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى حَتّٰى قَرَأَتِ الْاٰيَةَ তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না) এভাবে আয়াতটি সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করলেন।

٢١٧١. بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

২১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মর্যাদা

৩৬৯৩ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ

banglainternet.com

اُصِيْبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ اُمُّهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَرِثَةَ مِنِّيْ فَاِنْ يَكُ فِى الْجَنَّةِ اَصْبِرُ وَاَحْتَسِبْ وَاِنْ تَكُ الْاُخْرٰى تَرٰى مَا اَصْنَعُ ، فَقَالَ وَيْحَكِ اَوْ هَبِلْتِ اَوَ جَنَّةً وَاحِدَةً هِىَ اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَاِنَّهُ فِىْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ -

৩৬৯৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, হারিসা (রা) একজন নও জওয়ান লোক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করার পর তার আম্মা নবী ﷺ নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ হারিসা আমার কত আদরের আপনি তো তা অবশ্যই জানেন। (বলুন) সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহ্‌র নিকট সাওয়াবের আশা পোষণ করব। আর যদি এর অন্যথা হয় তাহলে আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি (তার জন্য) যা করছি। তখন তিনি ﷺ বললেন, তোমার কি হল, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে ? বেহেশ্‌ত কি একটি ? (না....না) বেহেশ্‌ত অনেকগুলি, সে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে।

٣٦٩٤ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا مَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاجٍ ، فَاِنَّ بِهَا امْرَاَةً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ ، فَاَدْرَكْنَاهَا تَسِيْرُ عَلٰى بَعِيْرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَامَعَنَا كِتَابٌ فَاَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَاَتِ الْجِدَّ اَهْوَتْ اِلٰى حُجْزَتِهَا وَهِىَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاَخْرَجَتْهُ فَانْطَلَقْنَا بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ، فَدَعْنِىْ فَلَاَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ

banglainternet.com

مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ حَاطِبٌ وَاللّٰهِ مَابِيْ اَنْ لاَ اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ اَرَدْتُ اَنْ يَّكُوْنَ لِيْ عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهَا عَنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِكَ اِلاَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيْرَتِهٖ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهٖ عَنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ وَلاَتَقُوْلُوْا لَهُ اِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهُ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِيْ لاَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ اَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَطَّلَعَ اِلٰى اَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ اَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ -

৩৬৯৪ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ মারসাদ, যুবায়র ও আমাকে কোথাও পাঠিয়েছিলেন এবং আমরা সকলেই ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা যাও। যেতে যেতে তোমরা 'রাওযা খাখ' নামক স্থানে পৌঁছে তথায় একজন স্ত্রীলোক দেখতে পাবে। তার নিকট (মক্কায়) মুশরিকদের কাছে লিখিত হাতিব ইব্ন আবূ বালতার একখানা পত্র আছে। (সে পত্রখানা ছিনিয়ে আনবে।) আলী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশিত স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে তখন স্বীয় একটি উটের উপর আরোহণ করে পথ অতিক্রম করছিল। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা আমাদের নিকট অর্পণ কর। সে বলল, আমার নিকট কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী নিলাম। কিন্তু পত্রখানা উদ্ধার করতে পারলাম না। আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা বলেন নি। তোমাকে পত্রখানা বের করতেই হবে। নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। যখন (আমাদের) কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করল তখন স্ত্রীলোকটি তার কোমরের পরিধেয় বস্ত্রের গিঁটে কাপড়ের পুঁটুলির মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে দিল। আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম (সব দেখে শুনে) উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সে তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন নবী ﷺ (হাতিব ইব্ন আবূ বালতা (রা) কে ডেকে) বললেন, তোমাকে একাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল ? হাতিব (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আমি বিশ্বাসী নই, আমি এরূপ নই। বরং (এ কাজ করার পেছনে) আমার মূল উদ্দেশ্য হল (মক্কার শত্রু) কাওমের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা যাতে আল্লাহ্ এ উসিলায় (তাদের অনিষ্ট থেকে) আমার মাল এবং পরিবার ও পরিজনকে রক্ষা করেন। আর আপনার সাহাবীদের সকলেরই কোন না কোন আত্মীয় সেখানে রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্ তার ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করছেন (এ কথা শুনে) নবী ﷺ

banglainternet.com

বললেন, সে সত্যই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছু বলো না। তখন উমর (রা) বললেন, সে তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কি বদরী সাহাবী নয়? নিশ্চয়ই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখে শুনেই আল্লাহ্ বলেছেনঃ "তোমাদের যা ইচ্ছা কর" তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (এ কথা শুনে) উমর (রা)-এর দু'চোখ তখন অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٢١٧٢. بَابٌ

২১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٦٩٥ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ نِ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ -

৩৬৯৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল জু'ফী (র) ..... আবূ উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী ﷺ আমাদেরকে বলেছিলেন, শত্রু তোমাদের নিকটবর্তী হলে তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযমী হবে।

٣٦٩٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ وَالْمُنْذِرِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ يَعْنِىْ كَثَرُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ -

৩৬৯৬ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহীম (র) ..... আবূ উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা (শত্রুরা) তোমাদের নিকটবর্তী হলে তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযমী হবে।

banglainternet.com

٣٦٩٧ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ اُحُدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَاَصَابُوْا مِنَّا سَبْعِيْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ اَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبْعِيْنَ اَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلاً قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ -

৩৬৯৭ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) ..... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়রকে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। (এ যুদ্ধে) তারা (মুশরিক বাহিনী) আমাদের সত্তর জনকে শহীদ করে দেয়। বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকদের একশ চল্লিশ জনকে নিহত ও গ্রেফতার করে ফেলেছিলেন। এর মধ্যে সত্তর জন বন্দী হয়েছিল এবং সত্তর জন নিহত হয়েছিল। (ওহোদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধ সমাপনান্তে কুফ্‌রী অবস্থায়) আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আজকের এদিন হল বদরের বদলা (বিজয়)। যুদ্ধ কূপের বালতির ন্যায় হাত বদল হয়।

٣٦٩٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَاِذَا الْخَيْرُ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِيْ اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ -

৩৬৯৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি স্বপ্নে[১] যে কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলাম সে তো ঐ কল্যাণ যা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। আর উত্তম প্রতিদান সম্বন্ধে যা দেখেছিলাম তা তো আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন বদর যুদ্ধের পর।

---

১. একদা রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্নে কতকগুলো গরু কুরবানী করতে দেখলেন এবং ইংগিত পেলেন কতকগুলো কল্যাণকর বিষয়ের। তিনি গরু কুরবানী করাকে ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত বরণ করার দ্বারা ব্যাখ্যা করলেন এবং দ্বিতীয় বদরের পর মুসলমানগণ যে ঈমানী বল লাভ করেছিলেন সেটিকে তিনি স্বপ্নে দেখা কল্যাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কেননা বদরের পূর্বে ভীতি সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাদের ঈমান আরো মযবুত হয়ে যায় এবং মনোবল আরো দৃঢ় হয়ে যায়। আল-কুরআনে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

banglainternet.com

٣٦٩٩ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اِنِّىْ لَفِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ اِذِ الْتَفَتُّ فَاِذَا عَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ يَسَارِىْ فَتَيَانِ حَدِيْثَا السِّنِّ فَكَاَنِّىْ لَمْ اٰمَنْ بِمَكَانِهِمَا اِذْ قَالَ لِىْ اَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهٖ يَاعَمِّ اَرِنِىْ اَبَاجَهْلٍ، فَقُلْتُ يَاابْنَ اَخِىْ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ ؟ قَالَ عَاهَدْتُ اللّٰهَ اِنْ رَاَيْتُهٗ اَنْ اَقْتُلَهٗ اَوْ اَمُوْتَ دُوْنَهٗ ، فَقَالَ لِىْ الْاٰخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهٖ مِثْلَهٗ ، قَالَ فَمَا سَرَّنِىْ اَنِّىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا ، فَاَشَرْتُ لَهُمَا اِلَيْهِ فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتّٰى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ –

৩৬৯৯ ইয়াকুব (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বদরের রণাঙ্গনে সৈন্যদের সারিতে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে ও বামে অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাদের মত অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে থাকার ফলে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করছিলাম না। এমতাবস্থায় তাদের একজন অপরজন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল চাচাজান, আবূ জেহেল কোন লোকটি আমাকে তা দেখিয়ে দিন ? আমি বললাম, ভাতিজা, তাকে চিনে তুমি কি করবে ? সে বলল, আমি আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছি, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করব না হয় (এ চেষ্টায়) নিজেই শহীদ হয়ে যাব। এরপর দ্বিতীয় যুবকটিও তাঁর সঙ্গীকে গোপন করে আমাকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করল। আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) বলেন, (তাদের কথা শুনে) আমি এত অধিক সন্তুষ্ট হলাম যে, দু'জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থানেও আমি ততটুকু সন্তুষ্ট হতাম না। এরপর আমি তাদের দু'জনকে ইশারা করে আবূ জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বাজ পাখির ন্যায় ক্ষিপ্রতার সাথে তরা উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং ভীষণভাবে তাকে আঘাত করল। এরা দু'জন ছিল 'আফরার দু' পুত্র।

٣٧٠٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ اُسَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِىُّ حَلِيْفُ بَنِىْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

banglainternet.com

قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْهَدَةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِّنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لَحْيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى وَجَدُوْا مَأْكَلَهُمُ التَّمْرَ فِيْ مَنْزِلٍ نَزَلُوْهُ فَقَالَ تَمْرُ يَثْرِبَ ، فَاتَّبَعُوْا اٰثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجُوْا اِلٰى مَوْضِعٍ فَاَحَاطَ بِهِمِ الْقَوْمُ فَقَالُوْا لَهُمْ اَنْزِلُوْا فَاَعْطُوْا بِاَيْدِكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اَلَّا نَقْتُلَ مِنْكُمْ اَحَدًا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ اَيُّهَا الْقَوْمُ اَمَّا اَنَا فَلَا اَنْزِلُ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ ، ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا وَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لَا اَصْحَبُكُمْ اِنَّ لِيْ بِهٰؤُلَاءِ اُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلٰى فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَانْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَتَحَدُّبِهَا فَاَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهِ ، قَالَتْ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ ، فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ

banglainternet.com

لاَفْعَلَ ذٰلِكَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ اَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، وَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِىْ يَدِهِ وَاِنَّهُ لَمُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِى الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُوْنِى اُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنْ تَحْسَبُوْا اَنَّ مَابِىْ جَزَعٌ لَزِدْتُ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلاَتُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا ، ثُمَّ اَنْشَأَ يَقُوْلُ :

فَلَسْتُ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ جَنْبٍ كَانَ فِىْ اللّٰهِ مَصْرَعِىْ
وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَأْ * يُبَارِكْ فِىْ اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ اَبُوْ سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ وَاُخْبِرَ اَصْحَابُهُ يَوْمَ اُصِيْبُوْا وَبُعِثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا اَنَّهُ قُتِلَ اَنْ يُؤْتَوْا بِشَىْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللّٰهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوْا اَنْ يَّقْطَعُوْا مِنْهُ شَيْئًا * وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ذَكَرُوْا مَرَارَةَ بْنَ الرَّبِيْعِ الْعَمْرِىَّ وَهِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِىَّ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا -

৩৭০০ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিম ইবন উমর ইবন খাত্তাবের নানা আসিম ইবন সাবিত আনসারীর নেতৃত্বে দশজন সাহাবীর একটি দল গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালেন। তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান হাদ্দায় পৌঁছলে হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বানু লিহয়ানকে তাদের আগমন সম্বন্ধে অবগত করা হয়।(এ সংবাদ শুনে) তারা প্রায় একশ'

banglainternet.com

জন তীরন্দাজ তৈরী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পথ চলতে আরম্ভ করে। যেতে যেতে তারা এমন স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে অবস্থান করে তাঁরা (সাহাবীগণ) খেজুর খেয়েছিলেন। এতদৃষ্টে তারা (বানু লিহ্য়ানের লোকেরা) ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি) বলে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাদেরকে খুঁজতে লাগল। আসিম ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদের (আগমন) সম্বন্ধে অনুভব করতে পেরে একটি (পাহাড়ী) স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। (লিহয়ান) কাওমের লোকেরা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে। তারপর তারা মুসলমানদেরকে নিচে অবতরণ করে আত্মসমর্পণের আহবান জানিয়ে বলল, তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। তখন আসিম ইব্ন সাবিত (রা) বললেন, হে আমার সাথী ভাইয়েরা, কাফিরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে আমি কখনো নিচে অবতরণ করব না। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের খবর আপনার নবীকে জানিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করল এবং আসিমকে (আরো ছয়জন সহ) শহীদ করে ফেলল। অবশিষ্ট তিনজন, খুবাইব, যায়িদ ইব্ন দাসিনা এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ ইব্ন তারিক) তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে তাদের নিকট নেমে আসলেন। তারা (শত্রুগণ) তাঁদেরকে কাবু করে নিয়ে নিজেদের ধনুকের তার খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয়জন বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের সাথে যাবনা, আমার জন্য তো এদের (শহীদ সাথীদের) আদর্শই অনুসরণীয়। অর্থাৎ আমিও শহীদ হয়ে যাব। তারা তাকে বহু টানা হেচড়া করল। কিন্তু তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। (অবশেষে তারা তাঁকে শহীদ করে দিল) এরপর খুবাইব এবং যায়িদ ইব্ন দাসিনাকে (বন্দী করে) নিয়ে গিয়ে তাদেরকে (মক্কার বাজারে) বিক্রি করে দিল। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা। বদর যুদ্ধে খুবাইব যেহেতু হারিস ইব্ন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। তাই (প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে) হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফিলের পুত্রগণ তাঁকে খরীদ করে নিল। খুবাইব তাদের নিকট বন্দী অবস্থায় কাটাতে লাগলেন। এরপর তারা সবাই তাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করল। তিনি হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্মের জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। তার (হারিসের কন্যার) অসতর্ক অবস্থায় তার একটি ছোট বাচ্চা খুবাইবের কাছে গিয়ে পৌঁছল। সে (হারিসের কন্যা) দেখতে পেল তিনি (খুবাইব) তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রানের উপর বসিয়ে ক্ষুরখানা হাতে ধরে আছেন। সে (হারিসের কন্যা) বর্ণনা করেছে, (এ দেখে) আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, খুবাইব তা বুঝতে পারলেন, তিনি বললেন, আমি তাকে (শিশুটিকে) হত্যা করে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পেয়েছ? আমি কখনো এ কাজ করব না। সে আরো বলেছে, আল্লাহ্র কসম! আমি খুবাইবের মত উত্তম বন্দী আর কখনো দেখেনি। আল্লাহ্র কসম একদিন আমি তাকে আঙ্গুরের গুচ্ছ হাতে নিয়ে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ সে লোহার শিকলে বাঁধা ছিল এবং সে সময় মক্কায় কোন ফলও ছিল না। সে (হারিসের কন্যা) বলত, ঐ আঙ্গুরগুলো আল্লাহ্ তা'আলা খুবাইবকে রিয্কস্বরূপ দান করেছিলেন। অবশেষে একদিন তারা খুবাইবকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে গেল। তখন খুবাইব (রা) তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাকআত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও, তারা সুযোগ দিলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি (মৃত্যু ভয়ে) ভীত হয়ে পড়েছি, তোমরা এ কথা না ভাবলে আমি সালাত আরো দীর্ঘায়িত করতাম। এরপর তিনি এ বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে এক

banglainternet.com

এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা কর এবং তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখ না। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেনঃ "আমি যখন মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করছি, তাই আমার কোনই ভয় নেই। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হউক। আর তা যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার প্রতিটি কর্তিত অঙ্গে বরকত প্রদান করতে পারেন।" এরপর (হারিসের পুত্র) আবূ সারুআ উকবা (উক্‌বা ইব্‌ন হারিস) তাঁর দিকে দাঁড়াল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। এভাবেই খুবাইব (রা) সে সব মুসলমানের জন্য দু' রাকআত সালাতের নিয়ম (সুন্নাত) চালু করে গেলেন যারা ধৈর্যের সাথে শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐদিনই সাহাবীদেরকে অবহিত করেছিলেন যে দিন তাঁরা শত্রু কবলিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কুরাইশদের নিকট তাঁর (আসিম (রা) এর) নিহত হওয়ার খবর পৌছলে তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসিমের শরীরের কোন অঙ্গ কেটে আনার উদ্দেশ্যে কতিপয় কুরাইশ কাফিরকে প্রেরণ করল। যেহেতু (বদর যুদ্ধের দিন) আসিম ইব্‌ন সাবিত তাদের (কুরাইশদের) একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। এদিকে আল্লাহ্ আসিমের লাশকে হিফাযাত করার জন্য মেঘখন্ডের ন্যায় এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। মৌমাছিগুলো আসিম (রা) এর লাশকে শত্রু সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহের কোন অঙ্গ কেটে নিতে সক্ষম হল না। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, মুরারা ইব্‌ন রাবী আল উমরী এবং হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া আল ওয়াকিফী সম্বন্ধে লোকেরা বলেছেন যে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র নেক বান্দা ছিলেন এবং দু'জনই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَرَكِبَ اِلَيْهِ بَعْدَ اَنْ تَعَالَى النَّهَارُ ، وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَاْمُرُهُ اَنْ يَدْخُلَ عَلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ ، فَيَسْاَلَهَا عَنْ حَدِيْثِهَا وَعَنْ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ

banglainternet.com

سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ اَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِيْ اَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّيْنَ النِّكَاحَ وَاِنَّكِ وَاللّٰهِ مَاانْتِ بِنَاكِحٍ حَتّٰى تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِيْ ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ حِيْنَ اَمْسَيْتُ وَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَفْتَانِيْ بِاَنِّيْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِيْ وَاَمَرَنِيْ بِالتَّزَوُّجِ اِنْ بَدَالِيْ * تَابَعَهُ اَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلٰى بَنِيْ عَامِرٍ ابْنِ لُؤَيٍّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ اَبُوْهُ شَهِدَ بَدْرًا اَخْبَرَهُ -

৩৭০১ কুতায়বা (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ইব্ন উমরের নিকট জুম'আর দিন এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন বেলা হয়ে গিয়েছে এবং জুমু'আর সালাতের সময়ও ঘনিয়ে আসছে দেখে তিনি জুমু'আর সালাত আদায় করতে পারলেন না। (আর এক সনদে) লায়স (র) .... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা উমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম আয যুহরী সুবায়া বিনত হারিস আসলামিয়্যা (রা) এর কাছে গিয়ে তার ঘটনা ও (গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে) তার প্রশ্নের উত্তরে রাসূল ﷺ তাকে যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে পত্র মারফত জিজ্ঞাসা করে জানতে আদেশ করলেন। এরপর উমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন উতবাকে লিখে জানালেন যে, সুবায়আ বিনতুল হারিস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বানু আমির ইব্ন লুয়াই গোত্রের সাদ ইব্ন খাওলার স্ত্রী ছিলেন, সা'দ (রা) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। তিনি বিদায় হজ্জের বছর ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তার ইন্তিকালের

banglainternet.com

কিছুদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপর নিফাস থেকে পবিত্র হয়েই তিনি বিবাহের পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করলেন। এ সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবিল ইব্ন বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাকে গিয়ে বললেন কি হয়েছে, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি বিবাহের আশায় পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করে দিয়েছ ? আল্লাহ্‌র কসম চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তুমি বিবাহ করতে পারবে না। সুবায়আ (রা) বলেন, (আবুস সানাবিল আমাকে) এ কথা বলার পর আমি ঠিকঠাক মত কাপড় চোপড় পরিধান করে বিকেল বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, যখন আমি বাচ্চা প্রসব করেছি তখন থেকেই আমি হালাল হয়ে গিয়েছি। এরপর তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন যদি আমার ইচ্ছা হয়। (ইমাম বুখারী (র) বলেন, আসবাগ .....ইউনুসের সূত্রে লায়সের মতই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লায়স (র) বলেছেন, ইউনুস ইব্ন শিহাব থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, বানু আমির ইব্ন লুয়াই গোত্রের আযাদকৃত গোলাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন সাওবান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াস ইব্ন বুকায়য়ের পিতা তাকে জানিয়েছেন।

٢١٧٣. بَابُ شُهُوْدِ الْمَلاَئِكَةِ بَدْرًا

২১৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে ফিরিশ্‌তাদের অংশগ্রহণ

٣٧٠٢ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَبُوْهُ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَاتَعُدُّوْنَ اَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ ؟ قَالَ مِنْ اَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ –

৩৭০২ ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র).....মু'আয ইব্ন রিফাআ' ইব্ন রাফি যুরাকী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তিনি বলেন, একদা জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে কিরূপ গণ্য করেন ? তিনি বললেন, তারা সর্বোত্তম মুসলমান অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপ কোন বাক্য তিনি বলেছিলেন। জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণও তদ্রুপ মর্যাদার অধিকারী।

banglainternet.com

٣٧٠٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَفِعٌ مِنْ اَهْلِ الْعَقَبَةِ فَكَانَ يَقُوْلُ لِابْنِهِ مَايَسُرُّنِىْ اَنِّىْ شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ قَالَ سَأَلَ جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ بِهٰذَا -

৩৭০৩ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... মু'আয ইব্ন রিফাআ' ইব্ন রাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, রিফাআ' (রা) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী আর রাফি' (রা) ছিলেন বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী। রাফি' (রা) তার পুত্র (রিফাআ') কে বলতেন, বায়'আতে আকাবায় শরীক থাকার চেয়ে বদর যুদ্ধে শরীক থাকা আমার কাছে বেশী আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় না। কেননা জিব্‌রাঈল (আ) এ বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

٣٧٠٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ اَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ وَعَنْ يَحْيٰى اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ الْهَادِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ يَزِيْدُ قَالَ مُعَاذٌ اِنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৩৭০৪ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... মু'আয ইব্ন রিফাআ' (র) থেকে বর্ণিত যে, একজন ফিরিশ্‌তা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। (অন্য সনদে) ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত যে, ইয়াযীদ ইবনুল হাদ (র) তাকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তার কাছেই ছিলাম। ইয়াযীদ বলেছেন, মু'আয (রা) বর্ণনা করেছেন যে, প্রশ্নকারী ফিরিশ্‌তা হলেন জিব্‌রাঈল (আ)।

٣٧٠٥ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَا جِبْرِيْلُ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ -

৩৭০৫ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন নবী ﷺ বলেছেন, এই তো জিব্‌রাঈল (আ) রণ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার মাথা (ঘোড়ার লাগাম) হাত দিয়ে ধরে আছেন।

banglainternet.com

٢١٧٤. بَابٌ

২১৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٧٠٦ حَدَّثَنِىْ خَلِيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاتَ اَبُوْ زَيْدٍ وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا وَكَانَ بَدْرِيًا -

৩৭০৬ খালীফা (র) ..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবূ যায়েদ (রা) ইন্তিকাল করেন। তিনি কোন সন্তান-সন্ততি রেখে যাননি। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী।

٣٧٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ خَبَّابٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ بْنَ مَالِكٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ اِلَيْهِ اَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ، فَقَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلِهِ حَتّٰى اَسْاَلَ ، فَانْطَلَقَ اِلٰى اَخِيْهِ لِاُمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًا ، قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ اِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ اَمْرٌ نَقْضٌ لِمَا كَانُوْا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْاَضْحٰى بَعْدَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ -

৩৭০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসূফ (র) ..... ইব্ন খব্বাব (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সা'ঈদ ইব্ন মালিক খুদরী (রা) সফর থেকে বাড়ী ফেরার পর তার পরিবারের লোকেরা তাঁকে কুরবানীর গোশ্ত থেকে কিছু গোশ্ত খেতে দিলেন। তিনি বললেন, আমি না জিজ্ঞাসা করে এ গোশ্ত খেতে পারি না। তারপর তিনি তার মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা কাতাদা ইব্ন নু'মানের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি ছিলেন, একজন বদরী সাহাবী। তখন তিনি তাকে বললেন, তিন দিন পর কুরবানীর গোশ্ত খাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল পরবর্তীতে (অনুমতি সম্বলিত হাদীসের দ্বারা) তা সম্পূর্ণভাবে রহিত করে দেয়া হয়েছে।

٣٧٠٨ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِيْتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ

banglainternet.com

الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لاَيُرٰى مِنْهُ الأَعَيْنَاهُ ، وَهُوَ يُكْنٰى اَبُوْ ذَاتِ الْكَرِشِ ، فَقَالَ اَنَا اَبُوْ ذَاتِ الْكَرِشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِىْ عَيْنِهِ فَمَاتَ ، قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ اَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِيْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدُ اَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنٰى طَرَفَاهَا قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ اِيَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ اَبُوْ بَكْرٍ سَأَلَهَا اِيَّاهُ عُمَرُ ، فَأَعْطَاهُ اِيَّاهَا فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ اَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ اِيَّاهَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ اٰلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتّٰى قُتِلَ -

৩৭০৮ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়র (রা) বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি উবায়দা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা) কে এমন অস্ত্রাবৃত অবস্থায় দেখলাম যে, তার দু'চোখ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে আবূ যাতুল কারিশ বলে ডাকা হত। সে বলল, আমি আবূ যাতুল কারিশ। (এ কথা শুনে) বর্শা দিয়ে আমি তার উপর হামলা করলাম এবং তার চোখ ফুঁড়ে দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। হিশাম বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, যুবায়র (রা) বলেছেন, তার (উবায়দা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আসের) লাশের উপর পা রেখে বেশ বল প্রয়োগ করে (তার চোখ থেকে) আমি বর্শাটি টেনে বের করলাম। এতে বর্শার উভয় প্রান্ত বাঁকা হয়ে যায়। উরওয়া (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়রের নিকট বর্শাটি চাইলে তিনি তা তাঁকে দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি তা নিয়ে যান। এবং পরে আবূ বকর (রা) তা চাইলে তিনি তাকে বর্শা খানা দিয়ে দেন। আবূ বকরের ইন্তিকালের পর উমর (রা) তা চাইলেন। তিনি তাকে বর্শা খানা দিয়ে দিলেন। কিন্তু উমরের ইন্তিকালের পর যুবায়র (রা) পুনরায় বর্শাটি নিয়ে যান। এরপর উসমান (রা) তাঁর নিকট বর্শাখানা চাইলে তিনি উসমানকে তা দিয়ে দেন। তবে উসমানের শাহাদতের পর তা আলীর লোকজনের হস্তগত হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তা চেয়ে নিয়ে যান। এরপর থেকে শহীদ হওয়া পর্যন্ত বর্শাখানা তার নিকটই থাকে।

banglainternet.com

٣٧٠٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتَ

وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَايِعُوْنِىْ -

৩৭০৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ ইদরীস আয়িযুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبَنّٰى سَالِمًا وَاَنْكَحَهٗ بِنْتَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِاِمْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنّٰى رَجُلًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهٖ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৩৭১০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী আবূ হুযাইফা (রা) এক আনসারী মহিলার আযাদকৃত গোলাম সালিমকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়েদকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দা বিন্তে ওয়ালীদ ইব্ন উতবার সাথে বিয়ে করিয়ে দেন। জাহিলিয়্যাতের আমলে কেউ কোন ব্যক্তিকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে তার (পালনকারীর) প্রতিই সম্বোধন করত, এবং সে তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে।" এরপর (আবূ হুযায়ফার স্ত্রী) সাহ্লা নবী ﷺ -এর নিকট এসে হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

٣٧١١ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ غَدَاةَ بُنِىَ عَلَىَّ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِىْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّىْ وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتّٰى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِيْنَا نَبِىٌّ

banglainternet.com

يَعْلَمُ مَافِىْ غَدٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَقُوْلِىْ هٰكَذَا وَقُوْلِىْ مَاكُنْتِ تَقُوْلِيْنَ -

৩৭১১ আলী (র) ..... রুবায়ই বিন্‌ত মু'আওয়িয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার বাসর রাতের পরদিন সকাল বেলা নবী ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং তুমি (খালিদ ইব্‌ন যাকওয়ান) যেভাবে আমার কাছে বসে আছ ঠিক সে ভাবে আমার পাশে আমার বিছানায় এসে বসলেন। তখন কয়েকজন ছোট বালিকা দুফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত শহীদ পিতাদের প্রশংসা শ্লোক আবৃত্তি করছিল। পরিশেষে একটি বালিকা বলে উঠল, আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি জানেন, আগামীকাল কি হবে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এরূপ কথা বলবে না, বরং পূর্বে যা বলতে ছিলে তাই বল।

٣٧١٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ يُرِيْدُ التَّمَاثِيْلَ الَّتِىْ فِيْهَا الْاَرْوَاحُ -

৩৭১২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও ইসমাঈল (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী আবূ তাল্‌হা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না। ইব্‌ন 'আব্বাসের মতে ছবি-এর অর্থ হচ্ছে প্রাণীর ছবি।

٣٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ

banglainternet.com

لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِيْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْطَانِيْ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا فِيْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيْ فَنَأْتِيَ بِاِذْخِرٍ فَأَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ فَنَسْتَعِيْنَ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ ، فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ حَتّٰى جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ، فَاِذَا اَنَا بِشَارِفَيَّ قَدْ اُجِبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا ، وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا ، فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ قُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟ قَالُوا : فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَاَصْحَابُهُ ، فَقَالَتْ فِيْ غِنَائِهَا (اَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ) فَوَثَبَ حَمْزَةُ اِلَى السَّيْفِ فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، فَاَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا ، قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِيْ لَقِيْتُ فَقَالَ مَالَكَ ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَيَّ ، فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وَهَاهُوَذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ ، فَاِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ ، مُحْمَرَّةٌ

banglainternet.com

عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرُ فَنَظَرَ اِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ اَنْتُمْ الاَّ عَبِيْدٌ لِاَبِيْ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ ـ

৩৭১৬ আবদান ও আহমাদ ইব্ন সালিহ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মাল থেকে আমার অংশে আমি একটি উট পেয়েছিলাম। 'ফায়' থেকে প্রাপ্ত এক পঞ্চমাংশ থেকেও সেদিন নবী ﷺ আমাকে একটি উট প্রদান করেন। আমি যখন নবী করীম ﷺ -এর কন্যা ফাতিমার সাথে বাসর রাত যাপন করার ইচ্ছা করলাম এবং বানু কায়নকা গোত্রের একজন ইয়াহূদী স্বর্ণকারকে ঠিক করলাম যেন সে আমার সাথে যায়। (সেখান থেকে) আমরা ইয্খির ঘাস সংগ্রহ করে নিয়ে আসব। পরে ঐ ঘাস স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তা আমি আমার বিয়ের ওয়ালিমায় খরচ করার ইচ্ছা করেছিলাম (একদা ঐ কার্যে যাত্রা করার জন্য) আমি আমার উট দু'টোর জন্য গদি, বস্তা এবং দড়ি ব্যবস্থা করছিলাম আর উট দু'টো এক আনসারী ব্যক্তির ঘরের পার্শ্বে বসানো ছিল। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখলাম উট দু'টির চুট কেঁটে ফেলা হয়েছে এবং সে দু'টির বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা খুলে নেওয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমি (নিকটস্থ লোকদেরকে) জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাজ কে করেছে ? তারা বললেন, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা এ কাজ করেছেন। এখন তিনি এ ঘরে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীদের সাথে মদপান করছেন। সেখানে আছে একদল গায়িকা ও কতিপয় সঙ্গী সাথী। (মদ্যপানের সময়) গায়িকা ও তার সঙ্গীগণ গানের ভেতর বলেছিল, "হে হামযা! মোটা উষ্ট্রদ্বয়ের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়"। একথা শুনে হামযা দৌড়িয়ে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিল এবং উষ্ট্রদ্বয়ের চুট দু'টো কেঁটে নিল আর তাদের পেট চিরে কলীজা বের করে নিয়ে আসল। আলী (রা) বলেন, তখন আমি পথ চলতে চলতে নবী করীম ﷺ -এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ (আমাকে দেখামাত্রই) আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা বুঝে ফেললেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আজকের মত বেদনাদায়ক ঘটনা আমি কখনো দেখিনি। হামযা আমার উট দু'টোর উপর খুব যুলুম করেছেন, তিনি উট দু'টোর চুট কেঁটে ফেলেছেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। এখন তিনি একটি ঘরে একদল মদ্যপায়ীদের সাথে অবস্থান করছেন। তখন নবী ﷺ তাঁর চাদরখানা চেয়ে নিলেন এবং তা গায়ে দিয়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। (আলী বলেন) এরপর আমি এবং যায়েদ ইব্ন হারিস (রা) তাঁকে অনুসরণ করলাম। (হাঁটতে হাঁটতে) তিনি যে ঘরে হামযা অবস্থান করছিলেন সে ঘরের কাছে পৌছে তার নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে রাসূল ﷺ হামযাকে তার কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। হামযা তখন নেশাগ্রস্ত। চোখ দু'টো তার লাল। তিনি নবী ﷺ -এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে তারপর তিনি নবী ﷺ -এর হাঁটুর দিকে তাকালেন। এরপর দৃষ্টি

banglainternet.com

আরো একটু উপর দিকে উঠিয়ে তিনি তাঁর (ﷺ) চেহারার প্রতি তাকালেন। এরপর হাময়া বললেন, তোমরা তো আমার পিতার দাস। (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বুঝলেন যে, তিনি এখন নেশাগ্রস্ত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনের দিকে হটে (সেখান থেকে) বেরিয়ে পড়লেন, আমরাও তাঁর সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

٣٧١٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ اَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الْاَصْبَهَانِيُّ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلٍ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلٰى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ اِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا -

৩৭১৪ মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) ..... ইব্ন মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত যে,(তিনি বলেছেন) আলী (রা) সাহ্ল ইব্ন হুনাইফের (জানাযার সালাতে) তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, তিনি (সাহল ইব্ন হুনাইফ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧١٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، قَالَ سَاَنْظُرُ فِيْ اَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ، فَقَالَ قَدْ بَدَالِيْ اَنْ لَا اَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ اَوْجَدَ مِنِّيْ عَلٰى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ

banglainternet.com

عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ اِلاَّ اَنِّىْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لِاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا -

৩৭১৫ আবুল ইয়ামান (র) ..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, (উমর (রা) তাঁকে বলেছেন) 'উমর ইব্ন খাত্তাবের কন্যা হাফসার স্বামী খুনায়স ইব্ন হুযাফা সাহামী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, মদীনায় ইন্তিকাল করলে হাফসা (রা) বিধবা হয়ে পড়লেন। 'উমর (রা) বলেন, তখন আমি 'উসমান ইব্ন আফফানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর নিকট হাফসার কথা আলোচনা করে তাঁকে বললাম, আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে 'উমরের মেয়ে হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দেব। 'উসমান (রা) বললেন, ব্যাপারটি আমি একটু চিন্তা করে দেখি। '(উমর (রা) বলেন, এ কথা শুনে) আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে 'উসমান (রা) বললেন, আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, এ সময় আমি বিয়ে করব না। 'উমর (রা) বলেন, এরপর আমি আবূ বকরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছা করলে 'উমরের কন্যা হাফসাকে আমি আপনার নিকট বিয়ে দিয়ে দেব। (একথা শুনে) আবূ বকর (রা) চুপ করে রইলেন এবং আমাকে কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি 'উসমানের (অস্বীকৃতির) চেয়েও অধিক দুঃখ পেলাম। এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে রইলাম, এমতাবস্থায় হাফসার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই প্রস্তাব দিলেন। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবূ বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার সাথে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেওয়ার ফলে সম্ভবত আপনি মনকষ্ট পেয়েছেন। ('উমর (রা) বলেন) আমি বললাম, হাঁ। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাঁধা দিয়েছে আর তা হ'ল এই যে, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই হাফসা (রা) সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা ছিল না। (এ কারণেই তখন আমি আপনাকে কোন উত্তর দেই নি।) যদি তিনি (রাসূল ﷺ) তাঁকে গ্রহণ না করতেন, অবশ্যই আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম।

٣٧١٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ سَمِعَ اَبَا مَسْعُوْدِ نِ الْبَدْرِىَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِهٖ صَدَقَةٌ

banglainternet.com

৩৭১৬ মুসলিম (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ বদরী সাহাবী আবূ মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, স্বীয় আহ্লের (পরিবার পরিজনের) জন্য ব্যয় করাও সাদ্কা।

٣٧١٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِى اِمَارَتِهِ اَخَّرَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْكُوْفَةِ ، فَدَخَلَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ عُتْبَةُ بْنُ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِىُّ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَصَلَّى ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا اُمِرْتَ كَذٰلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ -

৩৭১৭ আবুল ইয়ামান (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাঁর খিলাফত কালের (একটি ঘটনা) বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) কুফার আমীর থাকা কালে তিনি (একদা) আসরের সালাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেললে যায়েদ ইব্ন হাসানের দাদা বদরী সাহাবী আবূ মাসউদ উতবা ইব্ন আমর আনসারী (রা) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি তো জানেন যে, জিবরাঈল (আ) এসে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর সাথে) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন। জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, আপনি এভাবেই সালাত আদায় করানোর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। (উরওয়া বলেন) বশীর ইব্ন আবূ মাসউদ তার পিতার নিকট থেকে হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করতেন।

٣٧١٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ نِ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَلَقِيْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيْهِ -

৩৭১৮ মূসা (র) .....বদরী সাহাবী আবূ মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারার শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টো তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টোই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাত্রে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার যে হক রয়েছে, কমপক্ষে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট। 'আবদুর রাহমান (র) বলেন, পরে আমি আবূ মাসউদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। (সেখানে) এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করলেন।

banglainternet.com

٣٧١٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

৩৭১৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, মাহ্মূদ ইব্ন রবী (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, 'ইতবান ইব্ন মালিক (রা) নবী ﷺ-এর আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলেন।

٣٧٢٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ -

৩৭২০ আহ্মদ (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি বনী সালিম গোত্রের অন্যতম নেতা হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদকে (র) ইতবান ইব্ন মালিক থেকে মাহমুদ ইব্ন রাবী এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি উহার স্বীকৃতি দিলেন।

٣٧٢١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -

৩৭২১ আবুল ইয়ামান (র) ..... বনী আদী গোত্রের নেতস্থানীয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন রাবী'আ যার পিতা নবী ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমাকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) কুদামা ইব্ন মাযউনকে (রা) বাহ্রাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এবং হাফসা (রা)-এর মামা।

banglainternet.com

٣٧٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتُكْرِيْهَا اَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ اِنَّ رَافِعًا اَكْثَرَ عَلٰى نَفْسِهِ ـ

৩৭২২ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) ..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী তার দু'চাচা তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবাদযোগ্য ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো এ ধরনের জমি ভাড়া দিয়ে থাকেন ? তিনি বললেন, হাঁ। রাফি' (ইব্ন খাদীজ) তো নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছেন।

٣٧٢٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيَّ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعِ نِ الْاَنْصَارِيَّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ـ

৩৭২৩ আদাম (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন হাদ লায়সী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রিফা'আ ইব্ন রাফি' আনসারী (রা) কে দেখেছি, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُوَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ

banglainternet.com

اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ ، ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ ؟ قَالُوْا اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَايَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ ، وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا ، كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ –

৩৭২৪ আবদান (র) ..... নবী ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী, বনী আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের বন্ধু আমর ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্‌কে জিযিয়া আনার জন্য বাহ্‌রাইন পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহ্‌রাইন বাসীদের সাথে সন্ধি করে 'আলা ইব্ন হাযরামী (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবায়দা (রা) বাহ্‌রাইন থেকে মাল নিয়ে এসে পৌছলে আনসারগণ তার আগমনের সংবাদ জানতে পেয়ে সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন। সালাত সমাপ্তির পর ফিরে বসলে তারা সকলেই তাঁর সামনে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার মনে হয়, আবূ উবায়দা কিছু মাল নিয়ে এসেছে বলে তোমরা শুনতে পেয়েছ। তারা সকলেই বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, সু-সংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমাদের আনন্দদায়ক বিষয়ের আশায় থাক, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের আশংকা করি না। বরং আমি আশংকা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য এসে যাবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এসেছিল, তখন তোমরা তা লাভ করতে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে যেমনভাবে তারা করেছিল। আর এ ধন-সম্পদ তাদেরকে যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দিবে।

٣٧٢٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُبْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتّٰى حَدَّثَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ الْبَدْرِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْبِ ، فَاَمْسَكَ عَنْهَا ـ

banglainternet.com

৩৭২৫ আবূ নু'মান (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) সব ধরনের সাপকে হত্যা করতেন। অবশেষে বদরী সাহাবী আবূ লুবাবা (রা) তাকে বললেন, নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী (শ্বেতবর্ণের) ছোট সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। এতে তিনি তা মারা থেকে বিরত থাকেন।

٣٧٢٦ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اسْتَاْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ قَالَ وَاللّٰهِ لاَتَذَرُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا –

৩৭২৬ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, কতিপয় আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, আমাদেরকে আমাদের ভাগিনা 'আব্বাসের ফিদ্য়া মাফ করে দেয়ার অনুমতি দিন।[১] তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা তার (মুক্তিপণ এর) একটি দিরহামও মাফ করবে না।

٣٧٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِىُّ ، ثُمَّ الْجُنْدَعِىُّ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِقْدَادَبْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِىَّ، وَكَانَ حَلِيْفًا لِبَنِىْ زُهْرَةَ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তাঁকে বন্দী করেছিলেন, আবুল ইউসর কা'ব ইব্ন আমর আনসারী (রা)। অন্যান্য বন্দীদের সাথে লোকেরা তাকেও সারারাত শক্তভাবে বেঁধে রাখেন। আদর্শগত বিরোধ থাকার কারণে চাচার প্রতি কোন অনুকম্পা দেখাতে না পারলেও রাসূলুল্লাহ (সা) সারারাত ঘুমাতে পারলেন না। লোকেরা তা বুঝতে পেরে তার বাঁধন খুলে দিলেন এবং মুক্তিপণ মাফ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে চাইলেন। নবীজী তাদের এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, একটি দিরহামও মাফ করা যাবে না। অন্যদের থেকে যা নেয়া হবে তার থেকেও তদ্রূপই নেয়া হবে। মদীনাবাসী আনসারগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাসকে ভাগিনা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আব্বাসের দাদা হাশিম বনী নাজ্জার গোত্রের আমর ইব্ন উহায়হার কন্যা সালমাকে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ের পিছনে মূল কারণ হল এই যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়ার পথে তিনি মদীনাতে খাযরাজ গোত্রের বনী নাজ্জার শাখার আমর ইব্ন উহায়হার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। আমরের কন্যা সালমাকে দেখে তার পছন্দ হবার পর বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমর সালমাকে তার নিকট বিয়ে দেন।

banglainternet.com

اِحْدٰى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّىْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ ، اَاَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقْتُلْهُ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَطَعَ اِحْدٰى يَدَىَّ ، ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ ، وَاِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ ـ

৩৭২৭ আবূ আসিম ও ইসহাক (র) ..... বনী যুহরা গোত্রের হালীফ (মিত্র) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী মিকদাদ ইব্ন আমর কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলুন, কোন কাফিরের সাথে আমার যদি (যুদ্ধক্ষেত্রে) সাক্ষাৎ হয় এবং আমি যদি তার সাথে লড়াই করি আর সে যদি তলোয়ারের আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আমার থেকে আত্মরক্ষার জন্য গাছের আড়াল গিয়ে বলে "আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম" এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে হত্যা করবে না। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো আমার একখানা হাত কেটে এরপর একথা বলছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় বললেন, না তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে, আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই স্তরে গিয়ে পৌছবে।

٣٧٢٨ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ اَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ فَقَالَ ، اَنْتَ اَبَاجَهْلٍ * قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سُلَيْمَانُ هٰكَذَا قَالَهَا اَنَسٌ قَالَ اَنْتَ اَبَاجَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ * قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، قَالَ وَقَالَ اَبُوْ مِجْلَزٍ قَالَ اَبُوْجَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ اَكَّارٍ قَتَلَنِىْ ـ

৩৭২৮ ইয়াকুব ইব্ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের দিন বললেন, আবূ জেহেলের কি অবস্থা কেউ দেখে আসতে পার কি? তখন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ

banglainternet.com

(রা) তার খোঁজে বের হলেন। এবং আফরার দুই পুত্র তাকে আঘাত করে মুমূর্ষু করে ফেলে রেখেছে দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি আবূ জেহেল? (উত্তরে আবূ জেহেল বলল) একজন লোককে হত্যা করা ছাড়া তোমরা তো বেশী কিছু করনি? সুলায়মান বলেন, অথবা সে (আবূ জেহেল) বলেছিল, (এর চেয়ে বেশী কিছু হয়েছে কি যে,) একজন লোককে তার কাওমের লোকেরা হত্যা করেছে? আবূ মিজলায (রা) বলেন, আবূ জেহেল বলেছিল, কৃষক ব্যতীত অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করত, (তাহলে কতই না ভাল হত)।

٣٧٢٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لِاَبِيْ بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اِخْوَانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَلَقِيْنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا فَحَدَّثْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ -

৩৭২৯ মূসা (র) ..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেছেন) নবী ﷺ-এর যখন ওফাত হল তখন আমি আবূ বকরকে বললাম, আমাদেরকে আনসার ভাইদের নিকট নিয়ে চলুন। পথিমধ্যে আমরা আনসারদের দু'জন নেক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম। যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'উরওয়া ইব্ন যুবায়রের নিকট এ হাদীসখানা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন 'উওয়াম ইব্ন সা'ঈদা এবং মা'ন ইব্ন 'আদী (রা)।

٣٧٣٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّيْنَ خَمْسَةَ اٰلَافٍ خَمْسَةَ اٰلَافٍ ، وَقَالَ عُمَرُ : لَاُفَضِّلَنَّهُمْ عَلٰى مَنْ بَعْدَهُمْ -

৩৭৩০ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের (বাৎসরিক) ভাতা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার (দিরহাম) করে নির্ধারিত ছিল। উমর (রা) বলেছেন, অবশ্যই আমি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে পরবর্তী লোকদের চেয়ে অধিক মর্যাদা প্রদান করব।

٣٧٣١ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

banglainternet.com

ﷺ قَالَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ وَذٰلِكَ اَوَّلُ مَا وَقَرَ الْاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِىْ * وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ * وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْاُوْلٰى يَعْنِىْ مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ اَصْحَابِ بَدْرٍ اَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِى الْحَرَّةَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ اَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ اَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ -

৩৭৩১ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তুর পড়তে শুনেছি। এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম আমার হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল হয়। (অপর এক সনদে) যুহরী (র) মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত'ঈমের মাধ্যমে তার পিতা জুবায়র ইব্ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, মুত'ঈম ইব্ন 'আদী যদি বেঁচে থাকতেন[১] আর এসব কদর্য লোকদের সম্পর্কে যদি আমার নিকট সুপারিশ করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদেরকে আমি (মুক্তিপণ ব্যতীতই) ছেড়ে দিতাম। লায়স ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম ফিত্না[২] অর্থাৎ 'উসমানের হত্যাকান্ড সংঘটিত হবার পর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের আর কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। দ্বিতীয়[৩] ফিত্না তথা হারবার ঘটনা সংঘটিত হলে পর হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন সময়ের কোন সাহাবীই আর বাকী ছিলেন না। এরপর তৃতীয়[৪] ফিত্না সংঘটিত হওয়ার পর তা কখনো শেষ হয়নি, যতদিন মানুষের মধ্যে আক্ল ও কল্যাণকামিতা বিদ্যমান ছিল।

১. মুত'ঈম ইব্ন আদী নবীজীর দাদার চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনিই তায়েফ থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর নবী (সা)-কে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন। মমত্ববোধের কারণেই তিনি তার সম্পর্কে একথা বলেছেন।

২. তৃতীয় খলীফা উসমান (রা) ইয়াহূদী সন্তান মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা কর্তৃক উসকিয়ে দেয়া মিসরবাসী কতিপয় বিদ্রোহী লোকের হাতে উনপঞ্চাশ দিন কিংবা দুই মাস বিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ৮ই যিলহজ্জ জুমু'আর দিন এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

৩. হাররা মদীনার নিকটবর্তী কাল পাথরবিশিষ্ট একটি জায়গার নাম। এখানেই ৬৩ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ মু'আবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযীদের শাসন আমলে তারই নির্দেশে তার সেনাবাহিনী মদীনায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ আরম্ভ করে। এমনকি তারা মসজিদে নববীকে আস্তাবলে পরিণত করে। ফলে মসজিদে নববীতে কয়েকদিন পর্যন্ত সালাতের জামা'আত কায়েম করা সম্ভব হয়নি।

৪. এ ফিত্নাটি কারো মতে ১৩০ হিজরী সনে মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন হাযামের খিলাফতকালে সংঘটিত আবূ হামযা খারিজীর ফিত্না। আবার কারো মতে ৭৪ হিজরী সনে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কর্তৃক আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করা ও কা'বা ঘর ধ্বংস করার ফিত্না।

banglainternet.com

٣٧٣٢ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَبْنَ الزُّبَيْرِوسَعِيْدَبْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَاللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَاقْبَلْتُ وَاُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا ، فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ بِئْسَ مَاقُلْتِ تَسُبِّيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْاِفْكِ ـ

৩৭৩২ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস ও 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশার (প্রতি আরোপিত) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে শুনেছি। তারা সকলেই হাদীসটির একটি অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন। আমি এবং উম্মে মিসতাহ্ (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) বের হলাম। তখন উম্মে মিসতাহ চাদরে পেচিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এতে সে বলল, মিসতাহ এর জন্য ধ্বংস। (আয়েশা (রা) বলেন) তখন আমি বললাম, আপনি ভাল বলেন নি। আপনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে মন্দ বলছেন ! এরপর অপবাদ-এর (ইফ্ক) ঘটনাটি উল্লেখ করলেন।

٣٧٣٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهِ مَغَازِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُلَقِّيْهِمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا * قَالَ مُوْسٰى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُنَادِيْ نَاسًا اَمْوَاتًا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، فَجَمِيْعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ ، اَحَدٌوثَمَانُوْنَ رَجُلاً ، وَكَانَ

banglainternet.com

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ قَالَ الزُّبَيْرُ قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ ، فَكَانُوْا مِائَةً ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

৩৭৩৩ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিহাদসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর) বলেছেন, এ গুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামরিক অভিযান। এরপর তিনি (বদর যুদ্ধের) ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নিহত) কুরাইশ কাফিরদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করার সময় (সে গুলোকে সম্বোধন করে) বললেন, তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পেয়েছ তো ? (বর্ণনাকারী) মূসা নাফির মাধ্যমে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি মৃতলোকদের আহবান করছেন ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার কথাগুলো তোমরা তাদের থেকে অধিক শুনতে পাচ্ছনা। গনীমতের অংশ লাভ করেছিলেন, এ ধরনের যে সব কুরাইশী সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা হল একাশি। 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র বললেন, যে যুবায়র (রা) বলেছেন, (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) কুরাইশী সাহাবীদের গনীমতের মালের অংশগুলো বন্টন করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট একশ' আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)

٣٧٣٤ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِيْنَ بِمِائَةِ سَهْمٍ -

৩৭৩৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বদরের দিন মুহাজিরদের জন্য (গনীমতের মালের) একশ' হিস্‌সা দেয়া হয়েছিল।

٢١٧٥. بَابُ تَسْمِيَةُ مَنْ سُمِّىَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ ، فِى الْجَامِعِ الَّذِىْ وَضَعَهُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ ، النَّبِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَاشِمِىُّ ﷺ * اِيَاسُ بْنُ الْبُكَيْرِ * بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ نِالْقُرَشِىُّ * حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِىُّ * حَاطِبُ بْنُ اَبِىْ بَلْتَعَةَ حَلِيْفٌ لِقُرَيْشٍ * اَبُوْ حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ الْقُرَشِىُّ * حَارِثَةُ بْنُ

banglainternet.com

الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِيْ النُّظَّارَةِ * خُبَيْبُ بْنُ عَدِيِّ نِ الْأَنْصَارِيُّ * خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ * رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ * رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِالْمُنْذِرِ اَبُوْ لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ * زُبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ * زَيْدُ ابْنُ سَهْلٍ اَبُوْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ * اَبُوْ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ * سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ الزُّهْرِيُّ * سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ * سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ الْقُرَشِيُّ * سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ * ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَاَخُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ الْقُرَشِيُّ * عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْهُذَلِيُّ * عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ * عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ * عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ * عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيُّ * عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقُرَشِيُّ خَلَّفَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى ابْنَتِهٖ ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهٖ * عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبِ نِ الْهَاشِمِيُّ ، عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ ، حَلِيْفُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُوَيٍّ * عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو نِ الْأَنْصَارِيُّ * عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ الْعَنَزِيُّ * عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ* عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ * عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ * قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُوْنٍ * قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ * مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوْحِ * مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَاَخُوْهُ * مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَبُوْ اُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ * مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيُّ * مَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ * مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ * مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو الْكِنْدِيُّ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ * هِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

banglainternet.com

২১৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা যা আল-জামে গ্রন্থে (বুখারী শরীফে) উল্লেখ রয়েছে। নবী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ হাশিমী ﷺ আয়াস ইব্ন বুকায়র, আবূ বকর কুরাইশীর আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইব্ন রাবাহ, হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব আল-হাশিমী, কুরাইশদের বন্ধু হাতিব ইব্ন আবূ বুলতাআ, আবূ হুযাইফা ইব্ন উতবা ইব্ন রাবীআ কুরাইশী, হারিসা ইব্ন রাবী আনসারী, তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন; তাঁকে হারিসা ইব্ন সুরাকাও বলা হয়, তিনি দেখার জন্য গিয়েছিলেন। খুবাইব ইব্ন আদী আনসারী, খুনায়স ইব্ন হুযাফা সাহমী, রিফা'আ ইব্ন রাফি আনসারী, রিফা'আ ইব্ন আবদুল মুনযির, আবূ লুবাবা আনসারী, যুবায়র ইবনুল আওয়াম কুরাইশী, যায়েদ ইব্ন সাহল আবূ তালহা আনসারী, আবূ যায়েদ আনসারী, সা'দ ইব্ন মালিক যুহরী, সা'দ ইব্ন খাওলা কুরাইশী, সাঈদ ইব্ন যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল কুরাইশী, সাহল ইব্ন হুনাইফ আনসারী, যুহায়র ইব্ন রাফি' আনসারী, এবং তাঁর ভাই (মুযহির ইব্ন রাফি' আনসারী), আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান, আবূ বকর সিদ্দীক কুরাইশী, আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান হুযালী; আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ যুহরী, উবাইদা ইবনুল হারিস কুরাইশী, উবাদা ইব্ন সামিত আনসারী, উমর ইব্ন খাত্তাব আদাবী, উসমান ইব্ন আফ্ফান কুরাইশী, নবী ﷺ তাঁকে তাঁর অসুস্থ কন্যার দেখাশোনার জন্য (মদীনায়) রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু গনীমতের মালের অংশ তাঁকে দিয়েছিলেন। আলী ইব্ন আবী তালিব হাশিমী, আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের মিত্র আমর ইব্ন আউফ, উকবা ইব্ন আমর আনসারী, আমির ইব্ন রাবী'আ আনাযী, আসিম ইব্ন সাবিত আনসারী, উওয়াম ইব্ন সাইদা আনসারী, ইতবান ইব্ন মালিক আনসারী, কুদামা ইব্ন মাযউন, কাতাদা ইব্ন নু'মান আনসারী, মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামুহ, মু'আবিয ইব্ন আফরা এবং তাঁর ভাই (মু'আয), মালিক ইব্ন রাবী'আ আবূ উসাইদ আনসারী, মুরারা ইব্ন রাবী আনসারী। মা'ন ইব্ন আ'দী আনসারী, মিসতাহ ইব্ন উসাসা ইব্ন আব্বাদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদে মানাফ, যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইব্ন আমর কিনদী, হিলাল ইব্ন উমাইয়া আনসারী, (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমায়ীন)

٢١٧٦. بَابُ حَدِيْثُ بَنِى النَّضِيْرِ وَمَخْرَجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فِىْ دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمَا اَرَدُوْا مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ كَانَتْ عَلٰى رَأْسِ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ اُحُدٍ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ، وَجَعَلَهُ ابْنُ اِسْحٰقَ بَعْدَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ وَ اُحُدٍ

banglainternet.com

২১৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ দুই ব্যক্তির দিয়াতের (রক্তপণ) ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য রাসূল ﷺ -এর বনী নাযীর গোত্রের নিকট যাওয়া এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে তাদের গাদ্দারী সংক্রান্ত ঘটনা। যুহরী (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী নাযীর যুদ্ধ ওহোদ যুদ্ধের পূর্বে এবং বদর যুদ্ধের পর ষষ্ঠ মাসের শুরুতে সংঘটিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমবেতভাবে তাদের আবাস ভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন (৫৯ঃ হাশর ২) বনী নাযীর যুদ্ধের এ ঘটনাকে ইব্‌ন ইসহাক (র) বিরে মাউনার ঘটনা এবং ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন

٣٧٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةُ فَاَجْلٰى بَنِى النَّضِيْرِ ، وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَرِبَتْ قُرَيْظَةُ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَاَوْلاَدَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ بَعْضُهُمْ لَحِقُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَاَمَّنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا ، وَاَجْلٰى يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِى قَيْنُقَاعَ ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ ، وَيَهُوْدَ بَنِىْ حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ –

৩৭৩৫ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোত্রের ইয়াহূদী সম্প্রদায় (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাযীর গোত্রকে দেশান্তরিত করে দেন এবং বনু কুরায়যা গোত্রের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে তাদেরকে (তাদের ঘর বাড়ীতেই) থাকতে দেন। কিন্তু (পরবর্তীকালে) বনূ কুরায়যা গোত্র (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত হলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যারা নবী ﷺ-এর দল ভুক্ত হবার পর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষ লোককে হত্যা করে দেয়া হয় এবং মহিলা, সন্তান-সন্ততি ও সব ধন-সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়। নবী ﷺ মদীনার সকল ইয়াহূদীকে দেশান্তরিত করলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামের গোত্র বনু কায়নুকা ও বনু হারিসাসহ অন্যান্য ইয়াহূদী সম্প্রদায়কেও তিনি দেশান্তরিত করেন।

banglainternet.com

٣٧٣٦ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ

لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ ـ

৩৭৩৬ হাসান ইব্ন মুদরিক (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসের নিকট সূরা হাশরকে সূরা হাশর বলে উল্লেখ করলে, তিনি আমাকে বললেন, বরং তুমি বলবে "সূরা নাযীর"। আবূ বিশ্‌র থেকে হুশাইমও এ বর্ণনায় তার (আবূ আওয়ানা) অনুসরণ করেছেন।

٣٧٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتّٰى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ـ

৩৭৩৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ কিছু কিছু খেজুর গাছ নবী ﷺ -এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। অবশেষে বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর বিজিত হওয়ার পর তিনি ঐ খেজুর গাছগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন।

٣٧٣٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ ، فَنَزَلَتْ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

৩৭৩৮ আদাম (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুওয়াইরা নামক স্থানে বনূ নাযীর গোত্রের যে খেজুর গাছ ছিল তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে (হাশর ৫৯ ঃ ৫)।

٣٧٣٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ قَالَ وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ :

banglainternet.com

وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِىْ لُوَىٍّ * حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

قَالَ فَاَجَابَهُ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ :

اَدَامَ اللّٰهُ ذٰلِكَ مِنْ صَنِيْعٍ * وَحَرَّقَ فِىْ نَوَاحِيْهَا السَّعِيْرُ

سَتَعْلَمُ اَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ * وَتَعْلَمُ اَىُّ اَرْضَيْنَا تَضِيْرُ

৩৭৩৯ ইসহাক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বনূ নাযীর গোত্রের খেজুর গাছগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, এ সম্বন্ধেই হাসসান ইব্ন সাবিত (রা) বলছেনঃ "বনূ লুওয়াই গোত্রের নেতাদের (কুরাইশদের) জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে বুওয়াইরা নামক স্থানের সর্বত্রই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হওয়া।" বর্ণনাকারী ইব্ন উমর (রা) বলেন, এর উত্তরে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস বলেছিল, "আল্লাহ্ এ কাজকে স্থায়ী করুন এবং জ্বালিয়ে রাখুন মদীনার আশে পাশে লেলিহান আগুন, অচিরেই জানবে আমাদের মাঝে কারা নিরাপদ থাকবে এবং জানবে দুই নগরির কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

٣٧٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِىُّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ اِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِىْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُوْنَ فَقَالَ نَعَمْ ، فَاَدْخَلَهُمْ فَلَبِثَ قَلِيْلاً ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِىْ عَبَّاسٍ وَعَلِىٍّ يَسْتَأْذِنَانِ ، قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلاَ قَالَ عَبَّاسٌ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ هٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِى الَّذِىْ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ بَنِى النَّضِيْرِ فَاسْتَبَّ عَلِىٌّ وَعَبَّاسٌ ، فَقَالَ الرَّهْطُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا ، وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوْا اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ قَالُوْا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى

banglainternet.com

عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنِّيْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُمْ ،فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ، وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ اِلٰى قَوْلِهِ قَدِيْرٌ ، فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ ، وَلاَاسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَقَسَمَهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ مِنْهَا ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ ، فَعَمِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ، فَاَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ اَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، وَقَالَ تَذْكُرَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ فِيْهِ كَمَا تَقُوْلاَنِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ فِيْهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ اِمَارَتِيْ اَعْمَلُ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ فِيْهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ كِلاَكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ فَجِئْتَنِيْ يَعْنِيْ عَبَّاسًا ، فَقُلْتُ لَكُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ مَاتَرَكْنَاصَدَقَةٌ ، فَلَمَّا بَدَالِيْ اَنْ اَدْفَعَهُ اِلَيْكُمَا قُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ

banglainternet.com

وَمِيْثَاقَةَ لَتَعْمَلاَنِّ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ، وَمَا عَمِلْتُ فِيْهِ مُذْوُلِّيْتُ ، وَاِلاَّ فَلاَتُكَلِّمَانِىْ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ اِلَيْنَا بِذٰلِكَ فَدَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا ، اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّىْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَاَقْضِىْ فِيْهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ، فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا اِلَىَّ فَاَنَا اَكْفِيْكُمَاهُ ، قَالَ فَحَدَّثْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ اَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ عُثْمَانَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ يَسْاَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ، فَكُنْتُ اَنَا اَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ : اَلاَتَتَّقِيْنَ اللّٰهَ اَلَمْ تَعْلَمْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَنُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَالِ ، فَانْتَهٰى اَزْوَاجُ النَّبِىِّ اِلٰى مَا اَخْبَرْتُهُنَّ ، قَالَ فَكَانَتْ هٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِىٍّ ، مَنَعَهَا عَلِىٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كِلَيْهِمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ وَهِىَ صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا –

৩৭৪০ আবুল ইয়ামান (র) ..... মালিক ইব্ন আ'ওস ইব্ন হাদসান নাসিরী (র) বর্ণনা করেন যে, (একদা) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাকে ডাকলেন। এ সময় তার দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রাহমান, যুবায়র এবং সা'দ (রা) আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ তাঁদেরকে আসতে বল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, আব্বাস এবং আলী (রা) আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আব্বাস (রা) বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং তাঁর মাঝে (চলমান বিবাদের) মীমাংসা করে দিন। বনূ নাযীরের সম্পদ থেকে

banglainternet.com

আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -কে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে যা দিয়েছিলেন তা নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে তারা তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, (এ দেখে আগত) দলের সকলেই বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের মাঝে একটি ফয়সালা করে তাদের পারস্পরিক এ বিবাদ থেকে অব্যাহতি দিন। তখন উমর (রা) বললেন, তাড়াহুড়া করবেন না। আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমিন স্থির আছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। যা রেখে যাই তা সদকা হিসাবেই গণ্য হয়। এর দ্বারা তিনি নিজের কথাই বললেন। উপস্থিত সকলেই বললেন, হাঁ তিনি একথা বলেছেন। উমর (রা) আলী এবং আব্বাসের দিকে লক্ষ্য কর বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে একথা বলেছেন, আপনারা তা জানেন কি ? তারা উভয়েই বললেন, হাঁ, এরপর তিনি (উমর) বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে (উত্থাপিত) বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা খুলে বলছি। ফায় (বিনা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) এর কিছু অংশ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা তিনি আর অন্য কাউকে দেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা তার উপর কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৬ ঃ ৫৯) অতএব এ ফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যই খাস ছিল। আল্লাহ্র কসম! এরপর তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য এ সম্পদকে সংরক্ষিতও রাখেন নি এবং নিজের জন্য নির্ধারিতও করে যাননি। বরং এ অর্থকে তিনি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে এ মাল উদ্বৃত্ত আছে। এ মাল থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবার পরিজনের এক বছরের খোরপোশ দিতেন। এর থেকে যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি আল্লাহ্র পথে খরচ করতে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এ রূপই করেছেন। নবী ﷺ -এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা) বললেন, এখন থেকে আমিই হলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওলী। এরপর আবূ বকর (রা) তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনিও সে নীতিই অনুসরণ করে চললেন। তিনি আলী ও আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আজ আপনারা যা বলছেন এ বিষয়ে আপনারা আবূ বকরের সাথেও এ ধরনেরই আলোচনা করেছিলেন। আল্লাহ্র কসম! তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আবূ বকর (রা) ছিলেন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং হকের অনুসারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। এরপর আবূ বকরের ইন্তিকাল হলে আমি বললাম, (আজ থেকে) আমিই হলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺএবং আবূ বকরের ওলী। এরপর এ সম্পদকে আমি আমার খিলাফতের দুই বছরকাল আমার তত্ত্বাবধানে রাখি এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকরের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে চলছি। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও হকের একনিষ্ঠ অনুসারী। তা সত্ত্বেও পনুরায় আপনারা দু'জনই আমার নিকট এসেছেন। আপনাদের কথাও এবং আপনাদের ব্যাপারটিও এক। আর আব্বাস আপনিও এখন এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করি না, আমরা যা রেখে যাই তা সদকা হিসাবেই গণ্য হয়। এরপর এ সম্পদটি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে দেওয়ার বিষয়টি যখন আমার নিকট স্পষ্ট হল তখন আমি বলেছিলাম, যদি আপনারা চান তাহলে একটি শর্তে তা আমি আপনাদের নিকট অর্পণ করব। শর্তটি হচ্ছে,

banglainternet.com

আপনা রা আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এমনভাবে কাজ করবেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বকর করেছেন। আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর আমি করেছি। অন্যথায় এ বিষয়ে আপনারা আমার সাথে আর কোন আলোচনা করবেন না। তখন আপনারা বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের নিকট অর্পণ করুন। আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করেছি। এখন আপনারা আমার নিকট অন্য কোন ফয়সালা কামনা করেন কি ? আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান যমীনে স্থির আছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আমি এর বাইরে অন্য কোন ফয়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের এ দায়িত্ব পালনে আমিই যথেষ্ট। বর্ণনাকারী (যুহরী) বলেন, আমি হাদীসটি উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের নিকট বর্ণনা করার পর তিনি (আমাকে) বললেন, মালিক ইব্‌ন আওস (রা) ঠিকই বর্ণনা করেছেন। আমি নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি, (বনী নাযীর গোত্রের সম্পদ থেকে) ফায় হিসাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার অষ্টমাংশ আনার জন্য নবী ﷺ এর সহধর্মিণীগণ উসমানকে আবূ বকরের নিকট পাঠালে (পাঠাতে ইচ্ছা করলে) এই বলে আমি তাদেরকে বারণ করছিলাম যে, আপনারা কি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন না ? আপনারা কি জানেন না যে নবী ﷺ বলতেন আমরা (নবী রাসূলগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসাবেই থেকে যায়। এ দ্বারা তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করেছেন। এ সম্পদ থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরগণ খেতে পারবেন। (তারা এ সম্পদের মালিক হতে পারবেন না।) আমার এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ বিরত হলেন। বর্ণনাকারী (উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন, অবশেষে সাদকার এ মাল আলীর তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি আব্বাসকে তা দিতে অস্বীকার করেন এবং পরিশেষে (এ যমীনের ব্যাপারে) তিনি আব্বাসের উপর জয়ী হন। এরপর তা যথাক্রমে হাসান ইব্‌ন আলী এবং হুসাইন ইব্‌ন আলীর হাতে ছিল। পুনরায় তা আলী ইব্‌ন হুসাইন এবং হাসান ইব্‌ন হাসানের হস্তগত হয়। তাঁরা উভয়ই পর্যায়ক্রমে তার দেখা শোনা করতেন। এরপর তা যায়েদ ইব্‌ন হাসানের তত্ত্বাবধানে যায়। ইহা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাদ্‌কা।

٣٧٤١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا اَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ مُحَمَّدٌ فِيْ هٰذَا الْمَالِ ، وَاللّٰهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ -

banglainternet.com

৩৭৪৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা এবং আব্বাস (রা) আবূ বকরের কাছে এসে ফাদাক এবং খায়বারের (ভূমির) অংশ দাবী করেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমরা (নবী-রাসূলগণ আমাদের সম্পদের) কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাই না। আমরা যা রেখে যাই সাদকা হিসাবেই রেখে যাই। এ মাল থেকে মুহাম্মদের পরিবার পরিজন ভোগ করবে। আল্লাহ্‌র কসম! আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে আত্মীয়তা বন্ধনকে সুদৃঢ় করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আত্মীয়তাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

٢١٧٧. بَابُ قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

২১৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যা

٣٧٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ ، فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأْذَنْ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ شَيْئًا ، قَالَ قُلْ فَاَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْسَأَلَنَا صَدَقَةً وَاِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَاِنِّيْ قَدْ اَتَيْتُكَ اَسْتَسْلِفُكَ وَاَيْضًا وَاللّٰهِ لَتَمَلُّنَّهُ ، قَالَ اِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ ، فَلَانُحِبُّ اَنْ نَدَعَهُ نَنْظُرَ اِلَى اَيِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ شَأْنُهُ ، وَقَدْ اَرَدْنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ ، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِيْهِ وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ اُرٰى فِيْهِ وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ نَعَمِ ارْهَنُوْنِيْ ، قَالُوْا اَيُّ شَيْءٍ تُرِيْدُ ؟ قَالَ ارْهَنُوْنِيْ نِسَاءَكُمْ ، قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَاَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ ، قَالَ فَارْهَنُوْنِيْ اَبْنَائَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ اَبْنَاءَنَا ، فَيُسَبُّ اَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ اَوْ وَسْقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا

banglainternet.com

نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى السِّلَاحَ ، فَوَاعَدَهُ اَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ اَبُوْ نَائِلَةَ ، وَهُوَ اَخُوْ كَعْبَ مِّنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعَاهُمْ اِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ اَيْنَ تَخْرُجُ هٰذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَاَخِى اَبُوْ نَائِلَةَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو ، قَالَتْ اَسْمَعُ صَوْتًا كَاَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ ، قَالَ اِنَّمَا هُوَ اَخِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعِىْ اَبُوْ نَائِلَةَ ، اِنَّ الْكَرِيْمَ لَوْ دُعِىَ اِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَاَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو ، قَالَ سَمّٰى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ اِذَا مَا جَاءَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو اَبُوْ عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ اَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ اِذَا مَا جَاءَ فَاِنِّىْ قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَاَشَمُّهُ ، فَاِذَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَاْسِهِ فَدُوْنَكُمْ فَاضْرِبُوْهُ ، وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ اُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيْحُ الطِّيْبِ ، فَقَالَ مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا اَى اَطْيَبَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِىْ اَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَاَكْمَلُ الْعَرَبِ ، قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اَشَمَّ رَاْسَكَ قَالَ نَعَمْ ، فَشَمَّهُ ثُمَّ اَشَمَّ اَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ اَتَاْذَنُ لِىْ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُوْنَكُمْ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ –

৩৭৪২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, (একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত আছ কে? কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) দাঁড়ালেন, এবং বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি চান

banglainternet.com

যে, আমি তাকে হত্যা করি ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ বল। এরপর মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) কা'ব ইব্ন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূল ﷺ আমাদের কাছে) সাদ্‌কা চায়। এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই (বাধ্য হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, আল্লাহ্‌র কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আমরা তো তাঁকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছিনা। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর (র) আমার নিকট হাদীসখানা কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাকে (স্মরণ করিয়ে) বললাম, এ হাদীসে তো এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। তখন তিনি বললেন, মনে হয় হাদীসে এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, ধারতো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কি করে, আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব আমরা ? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি ? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র। অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা) তাকে (কা'ব ইব্ন আশরাফকে) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'ব ইব্ন আশরাফের দুধ ভাই আবূ নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে (উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ ? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা এবং আমার ভাই আবূ নাইলা এসেছে। (তাদের কাছে যাচ্ছি) আমর ব্যতীত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা এবং দুধ ভাই আবূ নাইলা, (অপরিচিত কোন লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিৎ। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে (তথায়) গেলেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'আমর কি তাদের দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন ? উত্তরে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব ইব্ন আশরাফ) আসবে। আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ (মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে (তারা হলেন) আবূ আবস ইব্ন জাব্‌র হারিস ইব্ন আওস এবং আব্বাদ ইব্ন বিশ্‌র। আমর বলেছেন, তিনি অপর দুই ব্যক্তিকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন

banglainternet.com

সে আসবে তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে উঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরাবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও উঁকাব। সে (কা'ব) চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন (মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আমাকে আপনার মাথা উঁকতে অনুমতি দেবেন কি ? সে বলল, হাঁ এরপর তিনি তার মাথা উঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে উঁকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে (আরেকবার উঁকবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি ? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী ﷺ -এর নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন।

٢١٧٨. بَابُ قَتْلِ اَبِىْ رَافِعٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ الْحُقَيْقِ ، وَيُقَالُ سَلاَّمُ بْنُ اَبِىْ الْحُقَيْقِ كَانَ بِخَيْبَرَ ، وَيُقَالُ فِىْ حِصْنٍ لَهُ بِاَرْضِ الْحِجَازِ ، وَقَالَ الزُّهْرِىُّ هُوَ بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ

২১৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ রাফি' আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল হুকায়কের হত্যা। তাকে সাল্লাম ইব্ন আবুল হুকায়কও বলা হত। সে খায়বারের অধিবাসী ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল (সে দুর্গেই সে অবস্থান করত।) যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, তার হত্যা কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যার পর সংঘটিত হয়েছিল

٣٧٤٣ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ –

৩৭৪৩ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ জনের কম একটি দলকে আবূ রাফির উদ্দেশ্যে পাঠালেন (তাদের মধ্যে) আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক (রা) রাতের বেলা তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন।

banglainternet.com

٣٧٤٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِيْ رَافِعِ الْيَهُوْدِيِّ رِجَالاً مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَتِيْكٍ وَكَانَ اَبُوْ رَافِعٍ يُؤْذِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَيُعِيْنُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِيْ حِصْنٍ لَهُ بِاَرْضِ الْحِجَازِ ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لِاَصْحَابِهِ اجْلِسُوْا مَكَانَكُمْ فَاِنِّيْ مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّيْ اَنْ اَدْخُلَ فَاَقْبَلَ حَتّٰى دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَاَنَّهُ يَقْضِيْ حَاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ ، يَاعَبْدَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَاِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُغْلِقَ الْبَابَ ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ اَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْاَغَالِيْقَ عَلٰى وَدٍّ قَالَ فَقُمْتُ اِلَى الْاَقَالِيْدِ فَاَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ اَبُوْ رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِيْ عَلَالِيَّ لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ اَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ اِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا اَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ ، قُلْتُ اِنِ الْقَوْمَ نَذِرُوْا بِيْ لَمْ يَخْلُصُوْا اِلَيَّ حَتّٰى اَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ ، فَاِذَا هُوَ فِيْ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ لاَ اَدْرِيْ اَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ، قُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هٰذَا فَاَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَاَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَاَنَادِهِشٌ فَمَا اَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَاَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا الصَّوْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ فَقَالَ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ اِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِيْ قَبْلُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ فَاَضْرِبُهُ ضَرْبَةً

banglainternet.com

اَثْخَنْتُهُ وَلَمْ اَقْتُلْهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَيْبَ السَّيْفِ فِيْ بَطْنِهِ حَتّٰى اَخَذَ فِيْ ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ اَنِّيْ قَتَلْتُهُ ، فَجَعَلْتُ اَفْتَحُ الْاَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى دَرَجَةٍ لَهُ ، فَوَضَعْتُ رِجْلِيْ وَاَنَا اُرٰى اَنِّيْ قَدِ انْتَهَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَوَقَعْتُ فِيْ لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِيْ فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ لَا اَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَعْلَمَ اَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيْكُ قَامَ النَّاعِيْ عَلَى السُّوْرِ ، فَقَالَ اَنْعِيْ اَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ اَهْلِ الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى اَصْحَابِيْ ، فَقُلْتُ النَّجَاءَ ، فَقَدْ قَتَلَ اللّٰهُ اَبَا رَافِعٍ ، فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ ، فَبَسَطْتُ رِجْلِيْ فَمَسَحَهَا ، فَكَاَنَّهَا لَمْ اَشْتَكِهَا قَطُّ –

৩৭৪৪ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইব্ন আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহূদী আবূ রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবূ রাফি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে) আবদুল্লাহ (ইব্ন আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন করব। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ্ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। (আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক (রা) বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবূ রাফির নিকট রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতরে থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌছতে না পারে। আমি তার কাছে

banglainternet.com

গিয়ে পৌছলাম। এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন্ অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবূ রাফি' বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম এ আঘাতে আমি তাকে কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞেস করলাম, আবূ রাফি' এ আওয়াজ হল কিসের ? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক (রা) বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই তরবারীর ধারাল দিকটি তার পেটের উপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নীচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই আমি (আঁছাড় খেয়ে) পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহুড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবূ রাফির মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ্ আবূ রাফিকে হত্যা করেছেন। এরপর নবী ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পাটি লম্বা করে দাও। আমি আমার পাটি লম্বা করে দিলে তিনি উহার উপর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন আঘাতই পায়নি।

٣٧٤٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ هُوَ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَتِيْكٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُتْبَةَ فِىْ نَاسٍ مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ اُمْكُثُوْا اَنْتُمْ حَتّٰى اَنْطَلِقَ اَنَا فَاَنْظُرَ قَالَ فَتَلَطَّفْتُ اَنْ اَدْخُلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوْا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوْا بِقَبَسٍ يَطْلُبُوْنَهُ ، قَالَ خَشِيْتُ اَنْ اُعْرَفَ قَالَ فَغَطَّيْتُ رَاْسِىْ كَاَنِّىْ

banglainternet.com

اَقْضِىْ حَاجَةً ثُمَّ نَادٰى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ اَنْ اُغْلِقَهُ فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِىْ مَرْبَطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ فَتَعَشَّوْا عِنْدَ اَبِىْ رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوْا حَتّٰى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى بُيُوْتِهِمْ فَلَمَّا هَدَتِ الْاَصْوَاتُ وَلَا اَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ ، قَالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِىْ كُوَّةٍ ، فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهٖ بَابَ الْحِصْنِ قَالَ قُلْتُ اِنْ نَذِرَبِىَ الْقَوْمُ انْطَلَقْتُ عَلٰى مَهَلٍ ثُمَّ عَمَدْتُ اِلٰى اَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ فَغَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ثُمَّ صَعِدْتُ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ فِىْ سُلَّمٍ ، فَاِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طُفِئَ سِرَاجُهٗ فَلَمْ اَدْرِ اَيْنَ الرَّجُلُ ، فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَاَضْرِبُهٗ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا ، قَالَ ثُمَّ جِئْتُ كَاَنِّىْ اُغِيْثُهٗ ، فَقُلْتُ مَالَكَ يَا اَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِىْ ، فَقَالَ اَلَا اُعَجِّبُكَ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ ، دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِىْ بِالسَّيْفِ قَالَ فَعَمَدْتُ لَهٗ اَيْضًا فَاَضْرِبُهٗ اُخْرٰى فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا ، فَصَاحَ وَقَامَ اَهْلُهٗ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِىْ كَهَيْئَةِ الْمُغِيْثِ ، فَاِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَاَضَعُ السَّيْفَ فِىْ بَطْنِهٖ ثُمَّ اَنْكَفِىءُ عَلَيْهِ حَتّٰى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتّٰى أَتَيْتُ السُّلَّمَ اُرِيْدُ اَنْ اَنْزِلَ فَاَسْقُطُ مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رِجْلِىْ فَعَصَبْتُهَا ، ثُمَّ اَتَيْتُ اَصْحَابِىْ اَحْجُلُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوْا فَبَشِّرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَسْمَعَ النَّاعِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِىْ وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةَ، فَقَالَ اَنْعٰى اَبَا رَافِعٍ ، قَالَ فَقُمْتُ اَمْشِىْ مَا بِىْ قَلَبَةٌ ، فَاَدْرَكْتُ اَصْحَابِىْ قَبْلَ اَنْ يَأْتُوا النَّبِىَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهٗ -

banglainternet.com

৩৭৪৫ আহমদ ইব্‌ন উসমান (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবাকে একদল লোকসহ প্রেরণ করেন। যেতে যেতে তারা দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক (রা) তাদেরকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি যাই, দেখি কি করে সুযোগ করা যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক (রা) বলেন, দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার জন্য আমি কৌশল অবলম্বন করব। ইতিমধ্যে তারা একটি গাধা হারিয়ে ফেলল এবং একটি আলো নিয়ে এর সন্ধানে বের হল। তিনি বলেন, আমাকে চিনে ফেলবে আমি এ আশংকা করছিলাম। তাই (কাপড় দিয়ে) আমি আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে রইলাম যেন আমি প্রাকৃতিক আবশ্যক মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য বসেছি। এরপর দ্বার রক্ষী ডাক দিয়ে বলল, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে ভিতরে ঢুকে পড়ুন। আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পার্শ্বে গাধা বাঁধার স্থানে আত্মগোপন করে থাকলাম। আবূ রাফির নিকট সবাই বসে রাতের খানা খেয়ে গল্প গুজব করল। এভাবে রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল। যখন কোলাহল থেমে গেল এবং কোন নড়াচড়া শুনতে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি বের হলাম। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক (রা) বলেন, দুর্গের চাবি যে ছিদ্রপথে রাখা হয়েছিল তা আমি পূর্বেই দেখেছিলাম। তাই রক্ষিত স্থান থেকে চাবিটি নিয়ে আমি দুর্গের দরজাটি খুললাম। তিন বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কাওমের লোকেরা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সহজেই আমি (পালিয়ে) যেতে পারব। এরপর দুর্গের ভিতরে তাদের যত ঘর ছিল সবগুলোর দরজা আমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। এরপর সিঁড়ি বেয়ে আবূ রাফির কক্ষে উঠলাম। বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে ঘরটি ছিল ভীষণ অন্ধকার। লোকটি কোথায়, কিছুতেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, হে আবূ রাফি। সে বলল, কে ডাকছ? তিনি বলেন, আওয়াজটি লক্ষ্য করে আমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল। এ আঘাতে কোন কাজই হয়নি। এরপর আবার আমি তার কাছে গেলাম, যেন আমি তাকে সাহায্য করব। আমি এবার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবূ রাফি' তোমার কি হয়েছে? সে বলল, কি আশ্চর্য ব্যাপার, তার মায়ের সর্বনাশ হোক, এইতো এক ব্যক্তি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আতীক বলেন, তাকে লক্ষ্য করে পুনরায় আমি আঘাত করলাম এবারও কোন কাজ হল না। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠল। তারপর পুনরায় আমি সাহায্যকারীর ভান করে কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এসময় সে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল (এ দেখে) আমি তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে এমন জোরে চাপ দিলাম যে, আমি তার হাড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির নিকট এসে পৌঁছলাম। ইচ্ছা ছিল নেমে যাব। কিন্তু (নামতে গিয়ে) আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম। এবং এতে আমার পা খানা ভেঙে গেল। সাথে সাথে (পাগড়ী দিয়ে) আমি তা বেঁধে ফেললাম। এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সাথীদের নিকট চলে এলাম। এরপর বললাম, তোমরা যাও এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুসংবাদ দাও। আমি তার মৃত্যুসংবাদ না শুনে আসব না। ঊষালগ্নে মৃত্যু ঘোষণাকারী (প্রাচীরে) উঠে বলল, আমি আবূ রাফির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক (রা) বলেন, এরপর আমি উঠে চলতে লাগলাম। এ সময় আমার (পায়ে) কোন ব্যথাই ছিল না। আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছার আগেই আমি তাদের ধরে ফেললাম এবং (গিয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার (আবূ রাফির) মৃত্যুর সংবাদ জানালাম।

banglainternet.com

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প্র/৬৭৬১(উ)—৭,২৫০

find more @ banglainternet.com